www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১ বৈশাখ – ৭ বৈশাখ, ১৪২৪ ঃ ১৫ এপ্রিল – ২১ এপ্রির্ল, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 26, 15 April - 21 April, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

শিবের গাজন গাই...

ছয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভারতে এলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

কয়েকদিনের এই সফরে ভারতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ সহ বেশ কয়েকটি বৈঠকও করেছেন হাসিনা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিতিতে তিস্তা চুক্তি নিয়েও কথা হয়েছে দুদেশের। তবে মমতার বিকল্প তোর্সা প্রস্তাব খারিজ করেছেন হাসিনা।

রবিবার : ফের নস্টালজিয়ায় ভাসল দুপারের বাঙালি। দেশভাগের

ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়া ট্রেন যাতায়াত ফের চালু হল কলকাতা–খুলনা ট্রেন। আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়ল দুপারের মানুষের চোখ দিয়ে।

সোমবার : কাশ্মীরের ভোট হল অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে। কাশ্মীরি

যুবকদের ভোট বানচালের আচরণ সারা দেশকে স্তম্ভিত করেছে। এমনকি ভোটের পর জওয়ানদের উপর প্রকাশ্য রাস্তায় যে ব্যবহার করছে কাশ্মীরি যুবকরা তার ফল ভুগতে হবে গোটা উপত্যকাকে।

মঙ্গলবার : চরবৃত্তির মিথ্যা অভিযোগে ভারতীয় নৌসেনার

প্রাক্তন অফিসার কুলভূষণ সুধাকর যাদবকে মৃত্যুদন্ড দিল পাক সেনা। আসলে কুলভূষণকে অপহরণ করেছিল পাকিস্তান। ভারত কড়া প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে। অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে কুলভূষণকে, না হলে ফল ভোগার জন্য তৈরি থাকতে হবে পাকিস্তানকে।

বুধবার : কয়েকদিন আগে তিন তালাক বাতিল হওয়ার প্রস্তাবের

বিরুদ্ধে মুখ খুলে পরিস্থিতি বুঝে নিজেরাই এবার তালাক তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিল মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড।

বৃহস্পতিবার : প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে নারদ কান্ডে অভিযুক্তদের

হেফাজতে নিয়ে জেরা করার সম্ভাবনা সিবিআইয়ের। ইতিমধ্যে নারদ ফুটেজ জাল নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে গবেষণাগারে।

শুক্রবার: আইএস জঙ্গিদের নিশ্চিহ্ন করতে পূর্ব আফগানিস্তানে

সবচেয়ে বড় ১১ টনের অপারমানবিক বোমা ফেলে আমেরিকা। এর আগে সিরিয়াতেও ৫৯টি বোমা ফেলেছিল তারা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

কাঁথি বলছে : মানুষ বাড়ছে বিজেপির পাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফল প্রকাশ মাস খানেকও গড়ায়নি। বেশ বোঝা যাচ্ছিল এ রাজ্যের তোষণ রাজনীতির কালচার ও তা নিয়ে মানুষের ক্ষোভকে মূলধন করে উঠে আসছে বিজেপি। ধুলাগড় কান্ডের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার, রামনবমী, হনুমান জয়ন্তীকে চটজলদি হাতিয়ার করে রাজ্যে সামান্য কদিনে শাসকদলের কাছে মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে বিজেপি। এমনকি বিজেপির রণকৌশল ঠেকাতে ইতিমধ্যে কোর কমিটির বৈঠক করতে হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বার্তা দিয়েছিলেন গ্রাম শহরে বিজেপিকে ঠেকাতে হবে। কিন্তু তা যে মোটেই সম্ভব হচ্ছে না তা জানিয়ে দিল কাঁথি বিধানসভার উপনির্বাচন। ভোট বাড়লো তৃণমূল ও বিজেপির। আরও ক্ষয়ে ম্লান হয়ে গেল বাম ও কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখে মানুষকে ধন্যবাদ জানালেও হৃদয় তাঁর কাঁপছে বাম–কংগ্রেসের সর্বনাশে। কারণ এরা ছিল চেনা শত্রু। গেরুয়া রণকৌশল অনেকটাই অচেনা।

সোনারপুরে বিজেপির মিছিলে সামিল সাধারণ মানুষ। –নিজস্ব চিত্র

এই অচেনা কৌশল প্রতিদিন সামনে আনছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এতদিনকার সফট সফট নাদুসনুদুস রাজনীতির বদলে তিনি কথায় বার্তায় প্রমাণ দিচ্ছেন টাফ হার্ডকোর রাজনীতির। যার মধ্যে শালীনতা কম, কার্যকারিতা বেশি। মিটিং–মিছিলে শুধু শব্দব্রহ্ম দিয়ে মাতিয়ে তুলেছেন তৃণমূলের অন্দর। দিলীপের কথায় প্রতিক্রিয়া জানাতেই প্রতিদিন ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে শাসক দলকে। এখানেই বিজেপির সাফল্য যা কাঁথির মতো ছড়াবার আশঙ্কা সর্বত্র।

এই সাম্প্রতিক সাফল্যকে হাতিয়ার করে চরম উৎসাহে নেমে পড়েছে বিজেপি। চলছে এলাকাভিত্তিক কর্মিসভা। প্রকাশ্য মিটিং–মিছিল। যোগ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেতা নেত্রীরাও। এমনকি সংখ্যালঘু মানুষকে নিয়েও চলছে কর্মশালা। উদ্দেশ্য একটাই। পূর্বভারতের প্রাণ পশ্চিমবঙ্গকে রাজনৈতিকভাবে দখল করা। ইতিমধ্যেই অসমে বিজেপি রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিহার, ওড়িশা মুখে বিরোধিতা করলেও বিজেপির সরাসরি বিরোধিতা নেই সেখানে। একমাত্র কাঁটা পশ্চিমবঙ্গ। এ কাঁটা তুলতে বিজেপি বদ্ধপরিকর।

আজাদহিন্দের হীরক জয়ন্তী আসন্ন

উদাসীন কেন্দ্র ও রাজ্য

কেন্দ্রীয় সরকারের এনসিআরটির ইতিহাস বইতে গান্ধি–নেহেরুর বিস্তারিত বর্ণনার পাশে এক কোণে অতি সংক্ষেপে ঠাঁই হয়েছে নেতাজি ও আজাদহিন্দদের কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দশম শ্রেণির মাধ্যমিক ইতিহাস থেকে নেতাজি ও আজাদহিন্দ সিলেবাস কমিটির বদান্যতায় পুরোটাই ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে।

আজাদ বাউল

আসন্ন আজাদ হিন্দ সরকারের হীরক জয়ন্তী বর্ষ। নেতাজির এই বৈপ্লবিক আঘাতেই ব্রিটিশ দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। এই সত্য দেশি বিদেশি ঐতিহাসিক ও রাজনীতিকেরা স্বীকার করেছেন। চড়কা আর রামধুন গীতে এ দেশ স্বাধীন হয়নি। যদিও ৭০ বছর শিশুপাঠ্য থেকে উচ্চতর ক্লাসের বইতে এবং দূরদর্শনে লাগাতার প্রচার হয়েছে ডান্ডি অভিযান, মধ্যরাতে নেহেরুজির ভাষণ আর অহিংসা ম্যাজিকে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ মুক্ত হয়।

নেহেরু গান্ধি পরিবারের এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের জন্ম ও মৃত্যুদিন উদযাপনের জন্য একদা ভারত সরকার কোটি কোটি টাকার পরিকল্পনা নিয়েছে। জলের মতো অর্থব্যয় দেশবাসী দেখেছে। পরিবর্তন ঘটেছে রাজধানীতে এবং এই বঙ্গভূমিতেও। নেতাজি ও তাঁর বৈপ্লবিক সংগ্রাম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি কেন্দ্র ও এ রাজ্যেও। ১১টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও তাদের রাষ্ট্রনায়ক দেশ সক্রিয় স্বীকৃতিতে আজাদ হিন্দ সরকার ভারত মুক্তির প্রয়াসে মরণপণ সংগ্রাম করেছিল। ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল পূর্ব ভারতের মণিপুরের ময়রাং–এ চড়কা শোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা তুলেছিলেন আজাদ হিন্দের সেনানায়ক সৌকত মালিক। ২৮ হাজারের বেশি আজাদি সেনা তাদের বুকের রক্তে ইম্ফল কোহিমার মাটি ভিজিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাস তাদের আজ মনে রাখেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের এনসিআরটির ইতিহাস বইতে গান্ধি–নেহেরুর বিস্তারিত বর্ণনার পাশে এক কোণে অতি সংক্ষেপে ঠাঁই হয়েছে নেতাজি ও আজাদ হিন্দের কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দশম শ্রেণির মাধ্যমিক ইতিহাস থেকে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ সিলেবাস কমিটির বদান্যতায় পুরোটাই ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে।

নেতাজির প্রতি ভারতের রাজনৈতিকরা বরাবরই অকৃতজ্ঞ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন যদিও আপামর দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁর আত্মত্যাগের প্রতি এখনও শ্রদ্ধা ভালোবাসা অটুট। আগামী দিনে আজাদহিন্দ এর ঐতিহ্য সামনে রেখে এবং আসন্ন হীরক জয়ন্তীর ভাবনা মাথায় রেখে লোকসভা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সিদ্ধান্ত নিক, ভারতীয় সেনাবাহিনীর নাম পরিবর্তন করে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী (আইএনএ) নামকরণ করা হোক। হাজার হাজার আজাদি সেনা, যেখানে ধর্ম, বর্ণ, প্রদেশ কোনও বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। শুধুই তারা নেতাজির নেতৃত্বে ভারত মায়ের মুক্তির জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের প্রতি এটাই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধা।

সিলেবাস ফেরাতে পথে অনুরাগীরা

একাধিক অরাজনৈতিক নেতাজি অনুরাগী সংগঠন মাধ্যমিকের সিলেবাসে নেতাজি ও আজাদ হিন্দের ইতিহাস বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১৪ এপ্রিল মৈরাং দিবস উপলক্ষ্যে রাণি রাসমণিসরণি থেকে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় ইন্দিরা গান্ধি সরণি আজাদ হিন্দ শহিদ স্মারকে। সেখানে মাল্যদানের পরে এক প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন নেতাজি অনুরাগী। তবে আগে জানানো সত্ত্বেও স্মারকের ব্যারিকেডের তালা না খুলে অসহযোগিতা করে পূর্ত দফতর।

সামনে পূজালি পুরভোট ফের বাম–কংয়ের জোট

দীপক ঘোষ : ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে তৃণমূল দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চড়িয়াল পেরিয়ে যতই পূজালি পুরসভার দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে ততবেশি করে খোকন আর ফজলুল হক–এর দ্বন্দ্বের ছবি চোখে পড়বে। প্রথমে যা কানাঘুষোর পর্যায়ে ছিল তা প্রকাশ্যে চলে আসছে। প্রবীন আর নবীন এর লড়াই। কথা প্রসঙ্গে ফজলুল হক বলেছেন, নির্বাচনের সময় সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দলীয় নির্দেশ মেনে লড়াই চালিয়ে যাবে এটাই পূজালির বৈশিষ্ট্য। প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে দলীয় নির্দেশই শেষ কথা। আমার কোনও মন্তব্য নেই এখানে হিন্দু ও মুসলিম একত্রে বসবাস করে কোনদিন শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। পূজালিবাসী শান্তিপ্রিয়, এখানে সব ধর্মের সহবস্থান আছে। ২০১১ সালে যখন বোর্ড গঠন হয় তখন বোর্ডের অবস্থায় ছিল কংগ্রেস–৩, তৃণমূল – ৪, সিপিএম–১, নির্দল–৩। রাজ্যে পালা পরিবর্তনের পর বিভিন্ন দলের কাউন্সিলর দল পরিবর্তন করে তৃণমূল কংগ্রেসে চলে আসেন, বর্তমানে ১৫টি আসন তৃণমূলের দখলে। এবার ১৪ মে ভোট হবে ১৬টি আসনে। মোট ভোটার প্রায় ২৭ হাজার। পূজালির ভোট প্রসঙ্গে সিপিএম বজবজ জোনাল কমিটির সম্পাদক ঋষিকেশ পোদ্দারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এখানে নাগরিক মঞ্চ গঠন করে ভোটে লড়াই হবে। এই মঞ্চে আছে কংগ্রেস, সিপিএম, নির্দল। বজবজ বিধানসভার কংগ্রেসের সাংগঠনিক অবজারভার শেখ মুজিবর রহমান বলেন অবশ্যই কংগ্রেস সিপিএম জোট হচ্ছে। দলীয় নেতৃত্বের সেইরকম নির্দেশ আছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

যাত্রীবিক্ষোভে রণক্ষেত্র নুঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহস্পতিবার সকালে দেরিতে ট্রেন চলাচলের প্রতিবাদে দক্ষিণ শহরতলির শিয়ালদহ–বজবজ শাখার নুঙ্গি স্টেশনে যাত্রীবিক্ষোভে স্টেশন চত্বর রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। যাত্রীদের অভিযোগ প্রতিদিন সকাল ৮টার বজবজ লোকাল আধঘন্টা দেরিতে আসে। রেল কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি। ঘটনার দিন বেশ কয়েকবার মহিলা যাত্রী টিকিট কাউন্টারে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। সেই সময় নাকি সিভিক পুলিশরা মহিলাদের লাঠি চার্জ করে। তারপর পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায়। স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীরা স্টেশন চত্বর ও টিকিট কাউন্টারে ভাঙচুর করে। ট্রেন লাইনে বসে পড়ে।

যাত্রী বিক্ষোভে অসহায় ট্রেন। ছবিঃ অরুণ লোধ

এরপর পাঁচের পাতায়

জাতীয় মঞ্চে চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

জয়িতা কুন্ডু : উন্নয়নের নাম করে চারিদিকে যখন যথেচ্ছ গাছ কাটা হচ্ছে, সাধারণ মানুষ তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছেন, মোমবাতি জ্বালিয়ে মিছিল করছেন ঠিক তখনই সবার অলক্ষ্যে স্থানীয় মাধবপুর পরিবেশ চেতনা সমিতির বট রক্ষার আন্দোলনে সাড়া দিয়ে সমিতির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। পাশে পেয়েছে উলুবেড়িয়া–১ ব্লক প্রশাসনকে। বটগাছকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন প্রকল্পকে বাস্তবে রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছে চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। আবার অন্যদিকে বনসৃজন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয় নির্মাণ প্রভৃতির কাজও চলছে। আর তারই নিরিখে হাওড়া জেলার অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে পিছনে ফেলে ২০১৭ সালে সাধারণ বিভাগে কেন্দ্র সরকারের ‘পঞ্চায়েত স্বশক্তিকরণ পুরস্কার জিতে নিল চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। ২০১৫–১৬ আর্থিক বর্ষে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের মূল্যায়ণের নিরিখে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। আগামী ২৪ এপ্রিল পঞ্চায়েতিরাজ দিবসে উত্তরপ্রদেশের লখনউতে সমগ্র ভারতের জয়ী মোট ছ'টি পঞ্চায়েতের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবে কেন্দ্র। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতগুলো তাদের সারা বছরের সার্বিক উন্নয়নের নথি দিয়ে আবেদন জানায়। পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ব্লক প্রশাসন কেন্দ্রের কাছে সেরা পঞ্চায়েতের নাম পাঠায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

তারা নামে মজে ফুলিরডাঙার ফকির বাবারা

সম্প্রীতির অনন্য নজির

কুনাল মালিক

বীরভূম জেলার তারাপীঠে মা তারার টানে সারা বছরই লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় জমান। জয় তারা ধ্বনিতে মুখরিত হয় মন্দির প্রাঙ্গণ ও তারাপীঠের মহাশ্মশান। তারা মায়ের মন্দিরের অদূরেই দক্ষিণ পূর্ব কোণে ছোট্ট একটি গ্রাম ফুলিরডাঙা। এই গ্রামটি মুসলিম অধ্যুষিত। প্রায় ৩০০ পরিবার এখানে দীর্ঘদিন বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছে। এই গ্রামে প্রায় ১০০ মুসলিম সম্প্রদায়ের দরবেশ ফকির বাস করেন। যাদের পোশাকের রঙ কালো। কাঁধে একটা ঝোলা বা ব্যাগ থাকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের ফকির হলেও তারা সর্বদা মা তারার নাম জপ করে চলেছেন। এঁদের অনেকে কাক চরিত্রও বলে। হঠাৎ করে কারও সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাঁর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ গড়গড় করে বলে যান। প্রতিকারের জন্য হয় মাদুলি, কবজ, তাবিজও ঝোলা থেকে বের করে দেন জয় তারার নামে। এঁদের কোনও চাহিদা নেই। মানুষজন সন্তুষ্ট হয়ে যা দেয়, তাই হাত পেতে নেয়। সম্প্রতি তারাপীঠ গিয়ে সকাল সকাল এই ফুলিরডাঙা গ্রামে হাজির হয়েছিলাম। গ্রামে ঢোকার মুখেই একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাজার বটবৃক্ষের তলায়। মোমবাতির আলো ও ধূপের গন্ধে একটা পবিত্রতার অনুভব। পাশেই

একটি মসজিদ। হুজুরাখানায় বসেছিলেন, মহম্মদ লুৎফর রহমান, তিনি জানালেন, এটা বড় খাঁ গাজী বাবার মাজার। এখানে হিন্দু মুসলমান জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষ ধূপ–মোমবাতি জ্বালিয়ে মাজারে চাদর চড়ায়। মানত করে। প্রতিবছর ১২ বৈশাখ এখানে উৎসব হয়। অন্ন ভোগ খেতে আসেন সব সম্প্রদায়ের মানুষ। কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পপতি খোকন পোদ্দার ওই দিন উপস্থিত থাকেন। তিনি মাজার সংস্কারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। মাজারের দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন মহম্মদ ইউসুফ। এদের ‘খাদিম’ বলা হয়। এক ফকির দরবেশ জানালেন, তিনি লাঠি বাবা নামে পরিচিত। আমাদের কাছে মা তারা এক জাগ্রত দেবী। আবার আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও পড়ি। লাঠি বাবার কথা শুনে প্রাণটা ভরে গেল, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সম্প্রীতির এই অনন্য নজির সত্যিই প্রাসঙ্গিক।

হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান তারাপীঠের সন্নিকটে এই গুটিকয়েক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাসের গ্রাম ফুলিরডাঙার একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে বীরভূমের আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কীসের টানে তারাপীঠে’ গ্রন্থটির ৩০ পাতায় এই ফুলিরডাঙা গ্রাম নিয়ে একটি তথ্য আছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সিরিয়ার উত্তেজনাকে সামনে রেখে

কারেকশন সরণিতে ভারতের শেয়ার বাজার, হতে পারে কনসোলিডেশনও

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজারের পক্ষে হতাশাজনক একটা সপ্তাহ কাটল । দু–তিন সপ্তাহের ইতিবাচক অবস্থানের পর ভারতের অর্থ বাজারে যে একটা কারেকশন আসন্ন তা বোঝাই যাচ্ছিল। তার মানে এই নয় যে ভারতের শেয়ার বাজার হুটোপুটি করে নিচে আসবে। বরং বিভিন্ন শেয়ারের দামে সংশোধন ও সর্বোপরি টানা বাড়ার পর ভারতের সূচকগুলির জন্যও একটা কারেকশন জরুরি হয়ে উঠেছিল। আসলে নিখাদ ব্যাকরণ মেনে যদি চলতে হয় তাহলে কোনও সময় এই বাজার একটানা বাড়তে যেমন পারে না, তেমনই ক্রমাগত পড়ে যেতেও পারে না। এক্ষেত্রেও কার্যত তাই হচ্ছে। সেই ৮ হাজার ভেঙে যাওয়ার পর এ বছরের জানুয়ারি থেকে (১০ জানুয়ারির পর) যে উত্থান শুরু হয়েছে ভারতের অর্থ বাজারে তা কিন্তু প্রায় ৩ মাস কোনও বাধার মুখে পড়েনি। ফলে বাজার ক্রমাগত এগিয়ে চলতে চলতে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি ভারতের শেয়ার বাজার পরিস্কার সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল যে সে 'ওভারবট' অর্থাৎ অতিরিক্ত কেনার ভারে নুইয়ে পড়েছে। সেই অপেক্ষায় থাকা কারেকশন যদি বা শুরু হয়ে গিয়ে থাকে তবে কতদিন পর্যন্ত তা স্থায়ী হবে সে নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

হিসেব অনুযায়ী যে বুল–রাজ ভারতীয় শেয়ার বাজারে শুরু হয়ে গিয়েছে সেই অশ্বমেধের ঘোড়া সহজে থামার নয়। বিশেষ করে নিফটির ১০ হাজার হওয়া সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু ৯ হাজারি নিফটি ১০ হাজারের পথে কবে পৌঁছাবে তা নিয়ে রয়েছে জোর বাকবিতণ্ডা। একদল মনে করছেন যেভাবে বর্তমান শেয়ার বাজার এগোচ্ছে তাতে হয়তো আগামী ১–২ মাসের মধ্যে নিফটি এই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আবার অপর একদল বিশেষজ্ঞের মতে আগামী ৬–৮ মাসের মধ্যে কিংবা বড়জোর ২০১৮–র মার্চের আগে এই অভীষ্ট পূরণ হবে। তবে দুমাস বা ১০ মাস যত সময়ই লাগুক না কেন, এর মধ্যবর্তী সময়ে নিফটি তো আর বসে থাকতে পারে না। এই সময়টা হয়তো একটা কনসোলিডেশন ফ্রেজের মধ্যে কাটাতে পারে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলি। সেক্ষেত্রে নিচের জায়গাটা খুব সংক্ষিপ্ত। ৯ হাজার ভাঙলে নিফটি খুব বেশি হলে ৮৮০০ থেকে ৮৮৫০ পর্যন্ত আস্তে পারে। এর নিচে নিফটি যাওয়ার পরিস্থিতি অন্তত এখনও তৈরি হয়নি। একইভাবে আবার ওপরের দিকে চলতে গেলে ৯২৭৩ কে যেদিন নিফটি প্রবলভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবে সেদিন সত্যিকারের 'আপমুভ' বা ওপর দিকে চলা শুরু হবে। এর মাঝের সময়টুকু বিরক্তিকর লাগলেও এখন ধৈর্য্য ধরে রাখাটাই প্রধান কর্তব্য লগ্নিকারীদের পক্ষে।

বাজারের বিভিন্ন হেলদোল বা 'পজিশন' নিয়ে মাঝেমধ্যেই আমরা নানা মানুষের কাছে পৌঁছে যাই। এবার যাঁর কাছে গিয়েছিলাম, তিনি একজন ডিলারও বটে। তিনি তাঁর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছিলেন, প্রতিবছর জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহটা খুব ভাইটাল। যদি প্রথম সপ্তাহে বাজার বাড়েও তাও দেখতে হয় দ্বিতীয় সপ্তাহে বাজার সেই বৃদ্ধি ধরে রাখতে পারছে কিনা। যদি দেখা যায় বাজার জানুয়ারি মাসের ১৩ বা ১৪ তারিখের পর উর্দ্ধমুখী ট্রেন্ড নিচ্ছে তা হলে চোখ বুজে বলে দেওয়া চলে সারা বছর একটা ইতিবাচক দিকে সংগঠিত হবে বাজারের ওঠানামা। বস্তুত সে কথাটাই ফলিয়ে দিচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারের এবারের নড়াচড়া। গত জানুয়ারিতে ঠিক দ্বিতীয় সপ্তাহের মুখ থেকেই বাজার চাগাড় দিয়ে উঠেছিল। যা যথেষ্ট ইতিবাচক চিহ্ন বহন করে থাকে। তবে এই ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞ ট্রেডারের সাবধানবানী বিশ্ব বাজার ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কারণ অন্য সব বাজার খারাপ থাকলে ভারতের বাজার যে ইতিবাচক থাকবে তা ভাবার কোনও কারণ নেই। বিশ্বায়নের স্বাভাবিক ছন্দেই চলবে বাজারের ওঠা নামা। সেদিকে নজর রেখে দীর্ঘমেয়াদী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই লগ্নিকারীদের হাতের নাগালে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে চলে আসা শেয়ার কেনায় মনোনিবেশ করতে হবে। বড় বিশেষজ্ঞরা এখন এই পরামর্শই দিচ্ছেন । তাদের বক্তব্য যতক্ষণ না পর্যন্ত বাজার থিতু হচ্ছে ততক্ষণ কোনও হড়বড় করার প্রয়োজন নেই। এই সময়টা পাখির চোখ করুন ফান্ডামেন্টাল দিক থেকে সেরা মানের শেয়ারে। ব্লু চিপ শেয়ারের একটাই বড় গুণ বাজারের অস্থিরতা বা কোনও খারাপ খবরের জেরে তা পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু বেশিদিন তা থমকে থাকতে পারে না। আর বাজার যখন ঘুরে দাঁড়াবে, বিদেশিদের কেনা বাড়তে থাকবে তখন সবার আগে এই উন্নত মানের শেয়ারই বাড়তে শুরু করবে।

অর্থনীতি

গত ২০১৫–র মার্চ মাসের শুরুতে বাজার নতুন উচ্চতা খুঁজে নিয়েছিল। নিফটি গিয়ে পৌঁছেছিল ৯১০০–তে। সেনসেক্সের ঠিকানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০ হাজারের অনেক ওপরে। সেই বাজারেই হঠাৎ করে ছন্দপতন ঘটে।। যাকে বলে রীতিমতো বড়সড় কারেকশন। যাকে শুধু সংশোধনী বা শেয়ারের দামের কারেকশন বলা চলে না। একে আখ্যা দেওয়া যায় টাইম ফ্রেম কারেকশন বলেও। যার জেরে গত প্রায় দেড় বছর ভারতীয় বাজার নিম্নমুখী ছিল। নিফটি পড়তে পড়তে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ লগ্নে এসে ৬৮০০–র কাছে পৌঁছেছিল। অনেক বিশেষজ্ঞই জানিয়েছেন ভারতের বাজার এবার বটম আউট বা তার তলদেশ নাকি খুঁজে পেয়েছে। এখন এই জায়গা থেকে আগামী দিনে ভারতের ইনডেক্স অনেক ওপরে যেতে পারে। এমনকি বেশ কিছুদিন আগে বাজারের যে ১০ হাজারের ঘরে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল তা সম্ভবপর হতেও পারে আগামী ২ বছরে। তাই এটাই হচ্ছে সঠিক সময়ে হাতের পুঁজি ভালোভাবে নিবেশিত করার। মানে যারা নতুন পা রেখেছেন বাজারে তাদের জন্য তো বটেই। আর যারা ফেঁসে রয়েছেন বিভিন্ন উচ্চতায় তারাও যদি ঠিকঠাক শেয়ার ধরে থাকেন তা হলে মূলধন ফিরে পাওয়া সম্ভব। এমনকি লাভের ঘরেও ঢুকে পড়তে পারেন। তাও বলা যেতে পারে বেশ কিছুদিনের গুমোটভাবের পর ফুরফুর ভাব ফিরে এসেছিল বাজারে। কিন্তু এই সাময়িক উত্থান দুদিনের বৃদ্ধি কিনা তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা রয়েছে। সেটাই কার্যত এখন ফলতে শুরু করেছে।

ভারতীয় নিফটি সাত হাজার ভাঙার পর নিফটি যখন নিচে এসেছিল তখন অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে ভারতীয় নিফটি না ৬ হাজারের কাছেপিঠে চলে আসে। এই জায়গা থেকেই বাজার ঘুরে দাঁড়ায় বাজার গত বাজেটের অব্যাবহিত পর থেকেই। একেবারে সাত–আটশো পয়েন্ট বাড়া নিফটির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বড় ব্যাপার।। শেয়ার বাজারের টেকনিক্যাল ভাষানুযায়ী এই ঘুরে দাঁড়ানো বা সাময়িক উত্থান 'ডেড ক্যাট বাউন্স' নাকি সত্যি সত্যি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করছে তা জানতে অবশ্য বিশেষ একটা অপেক্ষা করতে হয় নি। বিদেশিরা যেভাবে তাদের শর্ট কভার করে হাজার হাজার কোটি টাকার কেনাকাটা শুরু করেছিল গত বছরের একটা বড় সময় তাতে ধরেই নেওয়া হচ্ছিল সামনের দিকে বাজারের গতি উর্দ্ধমুখী থাকবে। ঠিক সেটাই ঘটে ভারতের বাজারের ক্ষেত্রে।

যে প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত। তবে একটু 'ব্যাক গিয়ার' মারতে চাইছে নিফটি–সেনসেক্স। যেন বোঝাতে চাইছে আরে, এত তাড়ার কী আছে, ১০ হাজার তো হবেই, তার আগে একটু ভিতটা মজবুত করে নিতে হবে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ এপ্রিল – ২১ এপ্রিল, ২০১৭

মেষ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দেওয়ার আগে ভাল করে চিন্তা–ভাবনা করবেন। কথাবার্তায় সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা বিপদে পড়তে পারেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষত্ব থাকবে।

বৃষ: আয় ভালই হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন এবং খরচের যোগও রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কবিত্ব শক্তি বা লেখনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল।

মিথুন: কর্মে উন্নতি অথবা নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। অন্যের সঙ্গে বুঝে কথা বলবেন।

কর্কট: আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে সকল কাজ সুন্দরভাবে করতে পারবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। গৃহে শান্তি থাকবে না। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। কিন্তু দায়িত্ব বাড়বে। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও খরচ প্রচুর বাড়বে।

সিংহ: মানসিক শান্তি এখনই আসবে না। উদ্বিগ্নভাব থেকেই যাবে। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভে আপনি কিছুটা উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। লেখাপড়ায় শুভ হবে। কর্মস্থলে বাধার মধ্যেও সুনাম পাবেন।

কন্যা: নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের পদোন্নতির শুভ যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। অযথা মাথা গরম করবেন না। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

তুলা: বাধার মধ্যেও সাফল্যের আশা দেখতে পাবেন। আর্থিক মোটামুটি শুভ। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। স্নেহ–প্রীতির যোগ থাকলেও ততটা শুভ ফল পাওয়া যাবে না। ভাগ্যের শুভ প্রভাবে অনেকটা এগিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক: শিক্ষায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবনে।

ধনু: ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। আয় মোটামুটি শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা। উচ্চ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাতে আপনি লাভবান হবেন। আপনার চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিকতা থাকবে।

মকর: ব্যবসা–বাণিজ্যের দিক থেকে আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ লাভযোগ দেখা যায়, যোগাযোগমূলক কাজে ধীরে ধীরে হাত দিতে পারেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক নয়, কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ। সাবধান না থাকলে ক্ষতি হতে পারে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

কুম্ভ: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে বাধা আসবে, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ও বন্ধুত্ব যোগ শুভ ফলের নির্দেশ করে। সুন্দর মানসিকতার বিকাশ ঘটবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আর্থিক উন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে।

মীন: লেখাপড়ায় শুভাশুভ মিশ্রফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে তেমন শুভ ফল আশা করা যায় না। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। রক্ত চাপের হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। উন্নতির যোগ।

ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন দপ্তরে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদন : ৩১ জন কম্পিউটার অ্যানালিস্ট (সফটওয়ার পার্সোনেল) নিয়োগ করবে রাজ্যের ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা বা কম্পিউটার সায়েন্সে বিএসসি অথবা বিসিএ। অথবা ৩ বছর মেয়াদের ডোয়েক 'এ' লেভেল কোর্স সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৭ তারিখে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইটগুলি :

www.kolkatapolice.gov.in, www.policewb.gov.in

ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্কে ১১৮ স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদন : ১১৮ জন স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নেবে ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স। মিডল ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল–টু এবং জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল ওয়ানে নিয়োগ হবে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট পদে। প্রবেশন ১ থেকে ২ বছরের। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিবরণ : পোস্ট কোড ৪ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট)–স্কেল–ওয়ান : ১০০টি (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৭)।

এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত এবং ১টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ এমবিএ অথবা ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অথবা সিএ বা আইসিডব্লুএ বা সিএফএ।

বয়স : ১–৪–২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

পোস্ট কোড ৩ : ম্যানেজার (এফএ) চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট–স্কেল টু : ১৮টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকান্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া থেকে সিএ। প্রথম বারের চেষ্টায় সিএ ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সিএ পরীক্ষা পাশের সময় প্রার্থীদের বয়স হতে হবে ২৪ বছরের মধ্যে। প্রথম বারের চেষ্টায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে ফিনান্সিয়াল ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রেই আবেদনের সময় প্রার্থীরা বয়স হতে হবে ১–৪–২০১৭ তারিখে ২৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে।

তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : স্কেল ওয়ানের ক্ষেত্রে ২৩,৭০০–৪২,০২০ টাকা, স্কেল টু–র ক্ষেত্রে ৩১,৭০৫–৪৫,৯৫০ টাকা।

কাজের খবর

প্রার্থী বাছাই করা হবে স্কেল টু–এর ক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের (১০০ নম্বর) মাধ্যমে এবং স্কেল–ওয়ানের ক্ষেত্রে একটি অনলাইন পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে রিজনিং (৪০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (২৫ নম্বর), ব্যাঙ্কিং শিল্প–সহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (২০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৪০ নম্বর) এবং পেশাদারি জ্ঞান (৭৫ নম্বর) বিষয়ে। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে :

www.obcindia.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় জেপিজি বা জপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ অনলাইনের দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ফি দেওয়া যাবে ডেবিড কার্ড (রূপে/ভিসা/মাস্টার/মায়েস্ত্রো), ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আইএমপিএস, ক্যাশ কার্ড, মোবাইল ওয়ালেটের মধ্যে যে–কোনও একটির মাধ্যমে। ফি দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাজে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যে জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

শব্দবার্তা ২৬

১		■	২	৩		■	■
	■	■	■		■	৪	
৫		৬			■		■
	■		■	৭	৮		৯
১০	১১		১২	■		■	
■		■	১৩				
১৪		■		■	■	■	
■	■	১৫			■	১৬	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ছোলা, চণক ২। বিশ্বাসের হেতু ৪। ব্যাধি, পীড়া ৫। সেকালের যুদ্ধ ঘোষণার বাদ্য ৭। রাজা নিযুক্ত কবি ১০। পরস্পর আকর্ষণ ১৩। ছোট মাছবিশেষ ১৪। জয়নগরের — ১৫। হর্ষ, স্ফূর্তি ১৬। ষড়রিপুর অন্যতম।

উপর–নীচ

১। দুঃসাহস, 'তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার—' ৩। (আল.) ভালোমন্দ শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করে অন্ধের মতো নকল করে এমন ৪। রুচিকর ৬। দা দিয়ে কুপিয়ে বা কুচিয়ে কাটা হয়েছে এমন ৮। বাতাবি লেবু ৯। নানাপ্রকার বিঘ্ন ১১। নর্তক, অভিনেতা ১২। অধঃপতন।

সমাধান : শব্দবার্তা ২৫

পাশাপাশি : ১। প্রতীপ ৩। ধীরোদাত্ত ৪। বিভাগ ৫। ধর্ম ৬। তরু ৮। তিতির ৯। চিরতা ১১। নগ ১৩। জোর ১৪। পরখ ১৬। বোধোদয় ১৭। রায়তি।

উপর–নীচ : ১। প্রমাণিত ২। পরাবি ৩। ধীরগতি ৫। ধরন ৭। রুচির ১০। তাপত্রয় ১২। গজপতি ১৫। খয়রা।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

আরও আক্রমণাত্মক দিলীপ লকেটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার : অস্ত্র নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ আরও আক্রমণাত্মক হলেন ডায়মন্ডহারবারের সভায়। পাশাপাশি আগামী বিজয়া দশমীতেও রাজ্যে অস্ত্র মিছিল হবে বলে ঘোষণা করলেন দিলীপবাবু। গত ৯ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪

পরগনা জেলা বিজেপির ডাকে ডায়মন্ডহারবার এসডিও মাঠে একটি জনসভায় দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে একটি তরবারি তুলে দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। যা এ বঙ্গের রাজনীতিতে নতুনত্ব বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। চলতি অস্ত্র বিতর্কে অস্ত্র দিয়ে নেতাকে বরণ করা নিয়ে বিতর্ক আবার তুঙ্গে উঠল। পাশাপাশি এদিনের সভা থেকে অস্ত্র বিতর্কে কার্যত সরকার ও তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন দিলীপ ঘোষ। এদিন সভামঞ্চ থেকে দাঁড়িয়ে দিলীপবাবু বলেন, 'অস্ত্র ভারতীয় সংস্কৃতির শৌর্যের প্রতীক। তাই অস্ত্র নিয়ে মিছিল করবে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ক্ষমতা থাকলে আটকাক এই রাজ্য সরকার। পারলে আমাকে গ্রেফতার করুক। আমি জেলে যেতে ভয় পাইনা। আমার বিরুদ্ধে আরও কেস হোক। আমাকে গ্রেফতার করলে তৃণমূলের ১০০ বেশি নেতা–মন্ত্রী বিজেপিতে যোগদান করবেন। এ রাজ্যে অসুরদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। তাদের বধ করার জন্যও অস্ত্র তুলে নিতে হবে। আমি অস্ত্র হাতে জন্মেছি। অস্ত্র হাতে নিয়েই মরতে চাই।' এদিনের সভা থেকে আগামী বিজয় দশমীতেও অস্ত্র মিছিলের ঘোষণা করে দিলীপবাবু বলেন, আগামী বিজয় দশমীতেও এ রাজ্যের নারীরা অস্ত্র মিছিল করবে। এটা আগাম জানিয়ে দিলাম।'

রাজ্য সভাপতির এদিনের সভায় খোলাখুলি মহিলাদের অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার ডাক দিয়ে দলের মহিলা নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যে রাজ্যে কাকদ্বীপ, কামদুনি হয়, যেখানে অপরাধীদের সাজা হয় না, সেখানে মহিলারা অস্ত্র তুলে নেবেই। এ রাজ্যের মহিলারা আজ ধর্ষিত, নির্যাতিত। নিজেদের সম্মান আব্রু বাঁচাতে পারছেন না। তার জন্য অস্ত্র তুলে নেবেন মহিলারা। আগামী বছর বিজয়া দশমীর দিন বিজয়া দশমী হবে। কোনও ধর্মের সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই। যে স্কুলে এ বছর সরস্বতী পুজো হয়নি, সেখানে পুজোও হবে।' এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাস সহ প্রদেশ নেতৃত্ব।

গার্ডওয়াল ধসে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার : সোমবার সকালে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তার খালের পাড়ে ধস নামলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকাবাসী। বন্ধ হয়ে পড়ে নিত্যযাত্রীদের চলাচল এবং যান চলাচল। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে হুগলি নদীর জল সুইজ গেটের মাধ্যমে খালের মধ্যে গিয়েছে মগরাহাটে। আর জোয়ার ভাঁটার টানে মগরাহাটে খালের বেড়েছে গভীরতা। খালটি ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। ২০১৫ সালে এই খালের পাড়ে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা নির্মাণ হয় এবং দেওয়া হয় খালের দিকে গার্ড ওয়াল। এদিকে এই রাস্তার উপর দিয়ে ইঁট বালি লরি যাতায়াতের ফলে রাস্তার উপর চাপ পড়ে। এমনকি খালের জলের টানে গভীরতা বেড়ে যায়। এদিন হঠাৎই ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের লাল পোল থেকে নতুন পোল পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তার ধারে ধ্বস নামে। ধসে নেমে যায় কংক্রিটের ঢালাই পাকা

রাস্তা। বিষয়টি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকাবাসী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুরসভার কর্মীরা। সেচ দফতরের আধিকারিক পুলিশ। বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখে বলেন আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। খুব শীঘ্রই ধ্বসটা ঠিক করে দেওয়া হবে। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ার পার্সন মীরা হালদার বলেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে মগরাহাটের খালের লাল পোল থেকে নতুন পোল পর্যন্ত রাস্তার ধারে হঠাৎই ধ্বস নামে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং বিভাগীয় দফতরে আলোচনা করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ঠিক করে দেওয়া হবে। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছুই নেই। মগরাহাটের খালের গভীরতা বেড়ে যাওয়ার ফলেই ধ্বস নামে।

সাইথিয়ায় রেল অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনিয়মিত ভাবে চলছে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি। প্রতিবাদে সাইথিয়ায় রেল অবরোধ করলো যাত্রীরা। গৌহাটি থেকে শিয়ালদহগামী ১৫৬৫৮ ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, হাওড়া থেকে রামপুরহাটগামী ১২৩৪৭ আপ শহীদ সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস প্রতিদিন দেরিতে চলে বলে নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ। এরফলে তাদের বাড়ি ফিরতে রাত্র হয়ে যায় বলে জানায়। এর প্রতিবাদে ৬ই এপ্রিল বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে রেল অবরোধ করে। অবরোধ উঠে সাড়ে সাতটায় । ফলে ব্যাহত হয় ট্রেন পরিষেবা। বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে দূরপাল্লার ট্রেনগুলি। রাত্রি পৌনে আটটা নাগাদ স্বাভাবিক হয় ট্রেন চলাচল। এর আগে লোকাল ট্রেন দেরিতে চলার প্রতিবাদে রেল অবরোধ হয়েছিলো মুরারই, রামপুরহাট ও তারাপীঠ স্টেশনে।

বালিঘাট ঘিরে রণক্ষেত্র সিউড়ী, গ্রেফতার চার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালিঘাটের দখল ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল সিউড়ির একটি গ্রাম। এই ঘটনায় এক নাবালক সহ গ্রেফতার করা হয়েছে চারজনকে। ৭ এপ্রিল সিউড়ির ৭ নং বালিঘাটের দুর্গাপুর গ্রামের ঘটনা। এলাকায় চলে ব্যাপক বোমাবাজি। মদনমোহন মন্ডল ও শেখ কাজলের মধ্যে মূলত বালিঘাট দখল নিয়ে সংঘর্ষ। পোড়ানো হয় চালা ঘর, ৫টি মোটরবাইক, চারচাকা গাড়ি, অফিস ঘর। আহত হয় শ্রমিকরা। সিউড়ি থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। এইদিন সকালে সিউড়ি – সাইথিয়া রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছিলো তাজা বোমা।

ঘাটের মালিক মদনমোহন মন্ডল ৭ এপ্রিল রাতে সিউড়ি থানায় ১২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। এক নাবালক সহ চারজনকে গ্রেফতার করে সিউড়ি থানার পুলিস। ৮ এপ্রিল সিউড়ি আদালতে ধৃতদের তোলা হলে মহামান্য বিচারক নঈম চৌধুরি, জাফরুদ্দিন শা, সুরজ মির্ধা কে ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নিদেশ দেন। নাবালক শেখ সুরজ কে জুভেনাইল বোর্ডের সামনে হাজিরার নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে সিউড়ি ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শেখ কাজল ও আলুন্দা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জামসুর মির্ধার।

পরিশ্রুত পানীয় জলের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে গোসাবায়

বিশ্বজিৎ পাল

গত বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত আমতলি মৌজায়

নলবাহিত পানীয় জলের প্রকল্প এবং গোসাবা ও তৎসংলগ্ন মৌজায় জলাশয় ভিত্তিক পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন আবাসন, পরিবেশ ও দমকল দফতরের মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা শাসক অদিতি চৌধুরী, স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, মুখ্য বাস্তুকার প্রণয় ভৌমিক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা শেখ, সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী প্রমুখ।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের কাজ আজ থেকে শুরু হল। এখানে নোনা জল, আর্সেনিক জল আছে। অনেক নদী বিচ্ছিন্ন দ্বীপ আছে। তাই বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। চারিদিকে জল আছে, অথচ এখানকার মানুষজন তা পান করতে পারেন না। এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে ৪০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে পরিশ্রুত পানীয় জল। জোকায় ৯ একর জমিতে আন্তর্জাতিক পানীয় জলের গবেষণা কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। ভারতবর্ষে কোথাও এতো বড় জলের প্রকল্প নেই যা এই জেলায় আছে। ১৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই জেলায় জল প্রকল্পের কাজ চলছে। সুব্রতবাবু আরও বলেন কলকাতায় জলের সমস্যা ছিল। তার সমাধান করা হয়েছে। এখানেও জলের সমস্যার সমাধান হবে। তবে জল যাতে চুরি না হয় তা আপনাদের দেখতে হবে। আপনাদের দায়িত্ব নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী করে দেবেন আর আপনাদের সেটা রক্ষা করতে হবে।

শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন গোসাবায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হল। একটি প্রকল্পে ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা আর একটিতে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। যেভাবে রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তাতে আগামী দিনে কোনও বিরোধী পঞ্চায়েত থাকবে না। এই সরকার কলকাতাকে যেমন সাজাতে চায় তেমনি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিকেও সাজিয়ে তুলবে। এই জেলায় গীতাঞ্জলী প্রকল্পে ৯ হাজার ঘর দেওয়া হয়েছে। আরও দেওয়া হবে। সুন্দরবন অঞ্চলে চারদিকে লবণাক্ত জল। অথচ পানীয় জল অপ্রতুল। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়ে গেলে গোসাবার মানুষের পানীয় জলের স্বপ্ন পূরণ হবে। আমতলি পানীয় জলের উৎস ভূগর্ভস্থ জল। যার গভীর নলকূপের সংখ্যা ৫টি। উৎপাদিত জলের পরিমাণ হবে প্রতিদিন ৫২০ কিলো লিটার। মাথাপিছু জলসরবরাহের পরিমান ২০ লিটার প্রতিদিন। কালীর খাল এই জলাশয়ের জলের উৎস।

এদিনের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উৎসাহ এবং ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠান শেষে দুই মন্ত্রী সন্ধ্যায় বাসন্তীর সোনাখালি বাজারে এক দলীয় জনসভা করেন।

বেহাল গৌরহাটি ফেরিঘাটে দুর্ঘটনা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি ফেরিঘাটের বেহাল পরিষেবা নিয়ে যাত্রীরা তিতিবিরক্ত। ঘাটে ভাসমান জেটির কোনও ব্যবস্থা নেই। ঘাটের ধারে নৌকা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। বাঁশের মাচার উপর দিয়ে গিয়ে নৌকায় চড়তে হয়। আর এখন গরমকাল পড়তেই পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করে। ভাঁটার সময় ঘাটের ধারে আর নৌকা ভিড়ছে না। ঘাট থেকে বেশ কিছুটা দূরে নৌকা দাঁড়াচ্ছে। ফলে নৌকা থেকে যাত্রীদের নামাতে গিয়ে চরম সমস্যা হচ্ছে। দিনের পর দিন এই অবস্থা চললে ও ভাসমান জেটি তৈরির বিষয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। যাত্রী থেকে ফেরিঘাটের মালিক সকলের দাবি এই ঘাটে ভাসমান জেটির ব্যবস্থা করতে হবে। গৌরহাটি বাস স্টপেজ থেকে ২ মিনিটের হাঁটাপথে এই ফেরিঘাট। ওপারে উত্তর ২৪ পরগনা ইছাপুর দেবীতলা ঘাট। স্বাভাবিকভাবে এই ঘাট পেরিয়ে দুই জেলার বহু মানুষ প্রতিদিন ট্রেনে হাওড়া ও শিয়ালদহ কলকাতা যাতায়াত করেন। এছাড়া স্কুল কলেজের জন্য দুপারের ছাত্রছাত্রীরা এই ঘাট ব্যবহার করে। স্বাভাবিকভাবে এলাকায় এই ফেরিঘাটের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী এই ঘাট দিয়ে চলাচল করলেও পরিকাঠামো তৈরির বিষয়ে চন্দননগর কর্পোরেশন বা প্রশাসন কারও কোনও হেলদোল নেই। প্রতিদিন ওপারে ইচ্ছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি এবং মেটাল অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির কাজের লোকেরা এই ঘাট দিয়ে চলাচল করে। এমনকি এপারে বেশ কয়েকটি কারখানা ও জুট মিল রয়েছে। ব্রেথওয়েট হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা। লগন ওয়ার্কশপ এছাড়া সর্বপরি অ্যাঙ্গাস জুট মিল থাকার জন্য এই ঘাটের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ঘাটটি ফরাসি আমল থেকে চন্দননগর কর্পোরেশনের আওতায় রয়েছে। এখানকার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডটি চন্দননগর পুরনিগমের মধ্যে আছে। জেটি না থানার কারণে এই ঘাটে ছোটখাট দুর্ঘটনা লেগেই আছে।

প্রসঙ্গত, এই প্রতিবেদক এই ঘাটে নৌকায় চড়তে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরিষেবার কোনও উন্নতি হয়নি। ঘাটের ডানদিকে টিকিট কাউন্টার রয়েছে। বর্তমানে ঘাটের মালিক রামনাথ চৌধুরী বলেন, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী এই ঘাট পরিদর্শন করেছিলেন, পরিকাঠামো তৈরির বিষয়ে আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরিষেবার কোনও উন্নতি হয়নি। এদিকে ঘাটে সেরকম আলোর ব্যবস্থাও নেই। গঙ্গায় ভাঁটা হলেই চিত্রটা একেবারে বদলে যায়। ভাঁটার সময় ঘাট থেকে গঙ্গার জল অনেকটা নীচে নেমে যায়। তখন আর নৌকা ভিড়তে পারে না। ঘাটের অনেক আগেই যাত্রীদের নামতে হয়। এই ঘাটের যাত্রী। অ্যাঙ্গাস জুট মিলের কর্মী দুলাল বসাক জানান, এই ঘাটের পরিকাঠামো দ্রুত উন্নত করার বিষয়ে আলোকপাত করছি। একসময় এই ঘাট সংস্কার করার জন্য বছরখানেক আগে বেশ কিছুদিন পারাপার বন্ধ রাখা হয়েছিল।

বীরভূমে উদ্ধার প্রচুর বিস্ফোরক, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটির গ্রাম থেকে উদ্ধার হলো প্রচুর বিস্ফোরক। গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে। ৪ এপ্রিল রাতে নলহাটি থানার খাপুর গ্রামের কাছে পুলিশ ও সিআরপিএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি ৪০৭ গাড়ি আটক করে। গাড়ির ভিতর থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার ডিটোনেটার উদ্ধার হয়। গ্রেফতার করা হয় ক্রান্তি কুমার ও শ্রীকান্ত নামের দুই যুবককে। তাদের বাড়ি তেলেঙ্গনা রাজ্যে। ৫ এপ্রিল ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে মহামান্য বিচারক ধৃতদের চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ৭ এপ্রিল সকালে সিউড়ি – সাইথিয়া রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার হয় তাজা বোমা। ১০ এপ্রিল সকালে দরবারপুর গ্রামের পুকুরপাড় থেকে তিনটে প্লাস্টিক বালতি থেকে উদ্ধার হয় ২৫টি তাজা বোমা। সিআইডি এসে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। লাভপুর থানার অন্তর্গত দরবারপুর গ্রাম। দিন কয়েক আগে নানুরের একটি গ্রাম থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছিলো ৬০টি তাজা বোমা।

ভূতের ভয়ে চাপা আতঙ্ক

অভীক মিত্র : অশরীরী আত্মার ভয়ে পড়াশোনা উঠেছে শিকেয়। চাপা আতঙ্ক গ্রাস করেছে বীরভূমের বড়োসালুঞ্চি গ্রামকে। দিন বারো তেরো আগে এক সন্ধ্যায় বিয়ের সামগ্রী আনতে গিয়ে চালুমাজি পুকুরের পাড়ে এক শিশুকন্যাকে এগিয়ে আসতে দেখে চাঁদ মহম্মদ। কাছে আসতে বড় হয়। ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে সে। গ্রামের লোকজন মিলে তার শরীর থেকে ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা করে। গ্রামবাসীদের দাবি দশটার পর বিকট বিকট আওয়াজ হচ্ছে। তা চলছে গভীর রাত পর্যন্ত।

অশরীরী আত্মার ভয়ে সন্ধ্যের পর শুনশান হয়ে পড়ছে গোটা গ্রাম। ভয়ে স্কুল যাচ্ছে না গ্রামের পড়ুয়ারা। কয়েকবছর আগে দুবরাজপুরের রেওয়ারীপাড়ায় এইরকম ভূতের আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। সিউড়ি বিজ্ঞানসভার সম্পাদক শুভাশিস গড়াই বলেন, পরে সেখানে আর ভূত দেখা যায়নি। প্রশাসন বললে বড়োসালুঞ্চি গ্রামেও তারা প্রচারে রাজি আছে।

মহানগরে

ডিম পরীক্ষার মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরসহ সমগ্র পশ্চিমবাংলার কোথাও এখনও পর্যন্ত প্লাস্টিক ডিম পাওয়া যায়নি। এটা পরীক্ষিত সত্য। নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে অসীম পুষ্টিগুণের অধিকারী হল ডিম। তাই প্রাতরাশ–মধ্যাহ্ন–রাতে নিত্য একাধিক ডিম খাওয়ার আর্জি জানিয়েছে কলকাতাস্থিত 'ন্যাশনাল এগ কো–অর্ডিনেশন কমিটি'। আর কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরও মহানগরবাসীর সুস্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কোন ডিমে কতটা প্রোটিন রয়েছে? কোন ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী? এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে এক অসরকারি সংস্থার থেকে ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি ডিম পরীক্ষার মেশিন কিনল। তবে এটাও নিশ্চয়ই শহরবাসীর জানা আছে ভ্যাপসা গরমের দাপট যেহারে বাড়ছে তাতে প্রতিবারের মতো এবারও ডিম পচনের হার বেড়েছে। এদিকে পুর স্বাস্থ্য দফতর থেকে প্রতিবারের মতো এবারও এই ভ্যাপসা গরমে সতর্কবার্তা জারি করেছে, এই গরমের দাপটে পথচারীরা পিপাসা মেটাতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঠান্ডা জলের শরবত না পানের আর্জি জানিয়েছে। কারণ এই ব্যবসায়ীদের সমস্ত জিনিসপত্রই অপরিচ্ছন্ন। জল ঠান্ডা রাখতে যে বরফ ব্যবহার করে, তা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হয়। বাজারের কাঁচা মাছ সুরক্ষায় যা ব্যবহৃত হয়। বরফগুলি কোন জলে তৈরি হয় তার কোনও হদিস জানা নেই কারও। বরফ কলগুলির বক্তব্য, এ বরফ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হয়। এ বরফ জল পানের জন্য নয়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, এই অস্বাস্থ্যকর জলেই বাসা বেঁধে থাকে ডায়েরিয়া, জন্ডিস ও টাইফয়েডের জীবাণু।

পর্ণশ্রী সিসিটিভি–র আওতায় এলো

বরুণ মন্ডল : কেন্দ্রীয় কলকাতার সঙ্গে সংযোজিত কলকাতার পর্ণশ্রী এলাকার ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষদের 'সেফটি ও সিকিউরিটি' বিষয়ে

দীর্ঘদিনের যে হেরফের ছিল সম্প্রতি তা দূর হয়েছে। স্থানীয় পর্ণশ্রী ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে ওই ব্যবসায়ী সমিতির আওতাভুক্ত এলাকায় ১১টি 'ক্লোজড–সার্কিট টেলিভিশন' (সিসিটিভি) লাগানো হয়েছে। এবং আরও একটি দৃষ্টান্তমূলক বিষয় হল, বর্তমানে যে বিষয়টি সবচেয়ে আলোচিত সেটি হল, দুষ্কৃতীরা প্রমাণ লোপাটের জন্য সিসিটিভি–র ফুটেজ জমা থাকা 'ডিভিআর' যন্ত্রটিকে যে নিয়ে পালাচ্ছে, সেজন্য এই যন্ত্রটিকে একটি অত্যন্ত সুরক্ষিত জায়গায় রাখা হয়েছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বেহালায় 'সাউথ সুবার্বান ট্রেডার্স অ্যাসেসিয়েশনে'র (এসএসটিএ) ব্যবস্থাপনায় বেহালা, ঠাকুরপুকুর, সরসুনা, হরিদেবপুর, পর্ণশ্রী ও তারাতলা পুলিশ স্টেশনের আওতাভুক্ত এলাকার স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে তাদের ২৪ ঘন্টার নিরাপত্তার বিষয়ে এক সচেতনতা শিবিরে এসএসটিএ–র বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের বক্তব্য তাদের এলাকাটিও আগামী দিনে 'সিসিটিভি স্যারভাইল্যান্স সিস্টেমসে'র আওতায় আনার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা প্রক্রিয়াটি জারি রয়েছে। কারণ কোনও কিছু ঘটনা ঘটার আগে যে সমস্ত সুরক্ষাজনিত ব্যবস্থাপনাগুলি নেওয়া প্রয়োজনীয় তার মধ্যে সিসিটিভি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ বিষয়। প্রসঙ্গত, মূল কলকাতার বিভিন্ন সিগন্যাল বা ক্রসিং মিলিয়ে শহরে প্রায় ৭০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা আগে বসানো হয়েছিল। পরে আরও ৫০০টি বসানো হয় মূলত শহরের যান চলাচল ব্যবস্থার ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখতে।

যাদবপুরে পুর বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : মূল কলকাতায় যত সংখ্যায় পুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সংযোজিত কলকাতার যাদবপুর, গার্ডেনরিচ, বেহালা বা জোকায় সে সংখ্যায় নেই। সেই অসাদৃশ্য দূর করতে গত ৮ এপ্রিল যাদবপুরে ১২ নম্বর বরোর ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শ নগরে নবনির্মিত ও সুসজ্জিত পুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদঘাটন করলেন পুরসংস্থার শিক্ষা দফতরের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বরো অধ্যক্ষ সুশান্ত কুমার ঘোষ ও স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি প্রাক্তন ফুটবলার শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মান্না দে উদ্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : এত দিন দক্ষিণ কলকাতায় কিশোর কুমার ছিল। এবার উত্তর কলকাতায় মান্না দে বসলো। গত ১২ এপ্রিলের সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার চার নম্বর বরোর অন্তর্গত ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে রামদুলাল সরকার স্ট্রিটে (সিমলা পাড়া) তাঁর নিজের পাড়ায় দেশবরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী মান্না দে'র আবক্ষ মূর্তি'র আবরণ উন্মোচন ও লাগোয়া মান্না দে উদ্যানের দ্বারোদঘাটন করলেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন পুর উদ্যান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার।

সাশ্রয়ে পুর আলোকায়ন দফতরের লক্ষ্য সৌরবিদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সৌরবিদ্যুৎ চালিত আলোকসজ্জা পুর আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দফতরকে সাশ্রয়ের পথ দেখাচ্ছে। বছর দু'য়েক আগে দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের আলোক সজ্জার জন্য মাস গেলে বিদ্যুতের বিল আসত কমবেশি ৪০ হাজার টাকা। আর এখন সৌরবিদ্যুৎ চালিত আলোকসজ্জার পর মাসে আসে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা। এতো বড়ো সাফল্য আসায় পুর উদ্যান ও আলো দফতর যৌথ উদ্যোগে কলকাতার আরও ১০টি পার্কে সৌরবিদ্যুৎ চালিত আলো লাগাচ্ছে। প্রসঙ্গত, দেশপ্রিয় পার্কে গ্রিড সংযোজিত ১৫ কিলোওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার শুরু করেছে। ফলে ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। আর দেশপ্রিয় পার্কের এই সাফল্য কলকাতার অন্যান্য পুর উদ্যানে অনুরূপ সৌরবিদ্যুৎ প্রয়োগের কথা পুর আলোকায়ন দফতরকে ভাবিয়েছে। কলকাতার যে ১০টি পার্কে সৌরবিদ্যুৎ চালিত গ্রিড লাগানো হবে সেগুলি হল, উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক, সুকুমার রায় উদ্যান, মধ্য কলকাতার মহম্মদ আলি পার্ক, কলেজ স্কোয়ার, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, দক্ষিণ কলকাতার ম্যাডক্স স্কোয়ার, যতীন দাস পার্ক, পাটুলি এবং বেহালার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সরসুনা জেনারেল ডিগ্রি কলেজ লাগোয়া একটি পার্ক ও ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপল্লিস্থিত মোহিনী কুঞ্জকে এ পর্যন্ত পুর আধিকারিকরা চিহ্নিত করেছেন। পুর আলোকায়ন দফতরের এক আধিকারিক জানান, যে সমস্ত পার্ক

সম্পূর্ণ রূপে সৌরবিদ্যুৎ চালিত হবে, সেগুলির প্রতিটি থেকে পুরসংস্থার মাসে গড়ে প্রায় ৮০–৮৫ শতাংশ বিদ্যুৎ খরচে সাশ্রয় হবে। এই পার্কগুলিতে বর্তমানে ৪০০ ওয়াটের আলো জ্বলে। আগামী দিনে এগুলি বদলে ১৩০ ওয়াটের এলইডি (লাইট এমিটিং ডায়োড) বাল্ব লাগানো হবে। পুরসংস্থা প্রথমে সৌরবিদ্যুৎ চালিত গ্রিডে উৎপন্ন হওয়া সৌরবিদ্যুৎ সিইএসসি–র গ্রিডে পাঠিয়ে দেবে। তার বদলে সিইএসসি পুরসংস্থাকে ওই বিদ্যুতের দাম দেবে। উদ্যান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে পুরসংস্থা শহরের ১৬টি পার্কে সৌরবিদ্যুৎ চালিত আলোকসজ্জা করার আর্থিক অনুদান পেয়েছে। রাজ্য সরকার প্রায় ৫২ কোটি টাকা দিয়েছে। তা দিয়ে প্রথম ধাপে ১০টি পার্কে সৌরবিদ্যুতের কাজ চলছে। আশা করছি, আগামী তিন মাসে এ কাজ সম্পূর্ণ হবে। আগামী দিনে পর্ণশ্রীর বিবেক কাননসহ অন্যান্য পার্কে এমন গ্রিড বসবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১৫ এপ্রিল – ২১ এপ্রিল, ২০১৭

সর্বস্তরে অসহিষ্ণুতা রুখতে হবে

বড় অসহিষ্ণু এ সময়। ছাত্র সমাজ থেকে সাংস্কৃতিক সমাজ, ধর্মীয় সমাজ থেকে রাজনৈতিক সমাজ সর্বত্রই চলছে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ। যদিও সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক ভাব ও ভাবনার ছায়া ছড়িয়ে রয়েছে সর্বস্তরে।

একসময় আপ্তবাক্য ছিল–অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। আজ চিত্রটা বদলে গেছে অনেকটাই। ফাঁকিবাজি পথে সাফল্যে পৌঁছনোর যেনতেন প্রকারণে এগোনোর সাধনাই শিক্ষার মানকে নামিয়ে এনেছে রাজপথে। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুধু নয়, সমস্ত পরীক্ষাতেই টুকলি করার হক খুঁজে নিতে চাইছে একশ্রেণির ছাত্র। সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসছে সেইসব নির্মম খবর। শিক্ষাগুরুর ওপর হামলা চলছে, আক্রমণ চলছে পরীক্ষায় নকল করার অধিকার 'অর্জন' করতে। উচ্চশিক্ষাতেও সেই একশ্রেণির ছাত্র–শিক্ষকের রাজনৈতিক কামনা পূরণের চাহিদার শিকার হচ্ছে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষাপ্রাঙ্গণ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডল অসহিষ্ণুতার শিকার। প্রতিবেশী দেশের শিল্পী কিংবা লেখিকার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যায় অসহিষ্ণু রাজনীতির ছত্রছায়ায়। উদাহরণ অজস্র। দলাইলামার অরুণাচল সফর, মিশরের শরণার্থী, পাকিস্তানের জেলবন্দি ভারতীয়, আসকাই কাশ্মীরে চিনের দাদাগিরি, তিব্বতের চৈনিক আগ্রাসন, তিস্তা জলবন্টন, রামমন্দির থেকে বাবরি সৌধ, বেআইনি কসাইখানা থেকে ভারতের ইতিহাস বিকৃতিকরণ–সর্বত্রই অসহিষ্ণু ভাবনা চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীর তকমা দেওয়া রাজনীতিক ক্ষমতার নানা উচ্ছিষ্ট গ্রহণের জন্য সদা তৎপর। নানা পদ গ্রহণ থেকে পুরস্কার নেওয়া ও সময় বিশেষে ফেরত দেওয়ার বাজার ধরতে নানা সময় তাদের মুখ এবং মুখোশ দেশবাসী দেখেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে এই অসহিষ্ণুতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ এবং ক্ষমতালোলুপ জাতীয় নেতৃত্বের একাংশের হাত ধরে। অসহিষ্ণুতা তাই ভারতের জাতীয় চরিত্রের, জাতীয় রাজনীতির মজ্জায় অনুরোণিত হচ্ছে পরিবেশ পরিস্থিতির অনুকূলতায়। জাতীয় শিক্ষা ভাবনায়, ইতিহাস চেতনায় যতদিন না প্রকৃত ভারতীয়ত্ত্ব ছড়িয়ে পড়ছে ততদিন অসহিষ্ণু ভারত ক্রমশ দেশকে দুর্বল করে তুলবে। ক্ষতিগ্রস্থ হবে দেশবাসীর স্বপ্ন, আশা আকাঙ্খা। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মতো সমস্ত রাজনৈতিক দলের এ বিষয়ে সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কেহ কেহ প্রভুত্ব চায়, তাহারা প্রভুত্বলাভের জন্য কার্য করে। অনেকে স্বর্গে যাইতে চায়, তাহারা স্বর্গে যাইবার জন্য কার্য করে। অপরে আবার মৃত্যুর পর নিজেদের নাম রাখিয়া যাইতে চায়। চীনদেশের রীতি–না মরিলে কাহাকেও কোন উপাধি দেওয়া হয় না। বিচার করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষাকৃত ভাল প্রথা বলিতে হইবে। চীনে কোন লোক খুব ভাল কাজ করিলে তাহার মৃত পিতা বা পিতামহকে কোন সম্মানজনক উপাধি প্রদান করা হয়। কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া থাকে। কোন কোন

মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুগামিগণ মৃত্যুর পর একটি প্রকাণ্ড সমাধি–মন্দিরে সমাহিত হওয়ার জন্য সমস্ত জীবন কার্য করিয়া থাকে। আমি এমন কয়েকটি সম্প্রদায়ের কথা জানি, যাহাদের মধ্যে শিশু জন্মিবামাত্র তাহার জন্য সমাধি–মন্দির নির্মিত হইতে থাকে, ইহাই তাহাদের বিবেচনায় মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম এবং ঐ সমাধি–মন্দির যত বৃহৎ ও সুন্দর হয়, সেই ব্যক্তি ততই ধনী বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ কেহ আবার প্রায়শ্চিত্তরূপে কর্ম করিয়া থাকে, সর্ববিধ অসৎ কার্য করিয়া শেষে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল অথবা পুরোহিতগণকে কিনিয়া লইবার জন্য এবং তাঁহাদের নিকট হইতে স্বর্গে যাইবার ছাড়পত্র পাইবার জন্য কিছু অর্থ তাঁহাদিগকে দিল। তাহারা মনে করে, এরূপ দানের দ্বারা তাহাদের পথ পরিষ্কার হইল, পাপ সত্ত্বেও তাহারা শাস্তি এড়াইয়া যাইবে। মানুষের কার্যপ্রবৃত্তির বহু উদ্দেশ্যের কয়েকটি মাত্র বলা হইল।

কর্মের জন্যই কর্ম কর। সকল দেশেই এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁহাদের প্রভাব সত্যই জগতের পক্ষে কল্যাণকর, তাঁহারা কর্মের জন্যই কর্ম করেন। নাম, যশ গ্রাহ্য করেন না, স্বর্গে যাইতেও চাহেন না। লোকের প্রকৃত উপকার হইবে বলিয়া তাঁহারা কর্ম করেন। আবার অনেকে আছেন, যাঁহারা আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়া দরিদ্রের উপকার ও মনুষ্যজাতিকে সাহায্য করেন, কারণ তাঁহারা সৎকার্যে বিশ্বাসী, তাঁহারা সদভাব ভালবাসেন। নাম যশের উদ্দেশ্যে কৃতকর্মের ফল কখনো সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না।

ফেসবুক বার্তা

শূন্য থেকে তোলা বিদ্যাসাগর সেতু সহ কলকাতা ও হাওড়া শহর

বিপন্ন বাঙালি হিন্দুর স্বাভিমান তাই কি গেরুয়াতেই ভরসা

নির্মল গোস্বামী

বিজ্ঞানী নিউটন প্রমাণ করে গিয়েছেন যে প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। তা বস্তু জগতের ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি আমাদের চিন্তা জগতের ক্ষেত্রেও সত্য। তাই আমরা প্রতিনিয়তই বিবৃতি পাল্টা বিবৃতির লড়াই দেখি।

আমাদের গ্রামীণ একটা কথা আছে— তা হল 'ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না'। অর্থাৎ কাজ করার আগে ভাবা উচিত যে আমার এই কাজের কি বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করি না। সেটা কি রাজনীতি, প্রশাসনিক বা পারিবারিক ক্ষেত্রেই হোক। আমরা কর্মে নির্লিপ্ত হতে পারি না। তাৎক্ষণিক লাভের নিরিখেই কর্মের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকি। তাই প্রতিক্রিয়া যখন প্রবল বেগে আসতে থাকে তখন সম্বিৎ ফেরে। তখন ভাবতে বসি তাই তো কেন এমন হল? এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। তখন চারিদিকে গেল গেল রব ওঠে।

আমার নিবন্ধের গৌরচন্দ্রিকাটুকু প্রয়োজন হল গত রামনবমী উপলক্ষে আরএসএস বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অস্ত্র হাতে মিছিল দেখে বাকি রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়ার মূঢ়তা দেখে।

সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শহর জেলা শহর ও মহকুমা শহরে হাজার হাজার নারী ও শিশুরা অস্ত্র হাতে গেরুয়া ফেট্টি মাথায় বেঁধে রামের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে যে মিছিল করল তা এককথায় অভূতপূর্ব। অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর বুকে কাঁপন ধরাবার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের সাংস্কৃতিক ধারক বাহক ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তারা এবং মার্ক্সবাদীরা ও সাধারণ বুদ্ধিজীবীরা সকলেই এই বর্বরতার নিন্দা করেছে, মনপসন্দ ভাষায় ও ভঙ্গিমায়। এটা যে বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিপন্থী তাও স্বীকার করতে হয় অকপটে। কিন্তু কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হল? আমরা তো সকলেই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, চৈতন্য, রবীন্দ্র নজরুলের উত্তরসূরী। ধর্মের সর্ব্বোত্তম নির্যাস জীবসেবার মন্ত্র আমাদের তন্ত্রীতে আজও অনুরণিত হয়। আমরা ভুলে যাইনি বিশ্ব মানবতার উদাত্ত কন্ঠ ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদী লেখনীকে। আমরা আজও গলা মেলাই মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। বাংলার ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতি অত্যন্ত পরিশীলিত মার্জিত ও মানবিকতার চড়া সুরে বাঁধা বলেই বাংলায় ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিতে পারেনি এতো দিন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার কথা সর্বাগ্রে। কারণ ৪৬–এর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছিল এই বাংলার রাজধানী কলকাতার বুকে। সেদিন মুসলিম লিগ সরাসরি অ্যাকশনের ডাক দিল। সুরাবর্দির সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রইল।

অপ্রস্তুত হিন্দু নরনারীর রক্তে ভেসে গেল কলকাতার রাজপথ। আবার ওপারে নোয়াখালি থেকে ট্রেনের বগিতে করে হিন্দু নরনারীর লাশ এলো শিয়ালদায়। অত্যাচারিত বাঙালিরা ভিটে মাটি ছেড়ে একবারে চলে এলো ছিন্নমূল হয়ে। তাহলে হিসাব মতো বাঙালিদের মুসলিম বিদ্বেষ সব থেকে বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি তার কারণ বাঙালির মন অনেক নরম এবং তার উন্নত ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির জন্য। আমি এখানে বাঙালি বলতে হিন্দু বাঙালিদের কথা বলতে চাইছি।

কিন্তু হিন্দু বাঙালির এই সহনশীলতা আর উদারতাকে মূলধন করে দেশের অধিকাংশ দলগুলো যদি ক্রমাগত তোষণ করতে থাকে একটা সম্প্রদায়কে। তাহলে একটা সময়ে তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবেই। বাঙালি হিন্দুদের মনে বহু বছর ধরে তুষের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। সেই বাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে মাদ্রাসাগুলো সন্ত্রাসবাদের আঁতুরঘর। কিন্তু দলের চাপে ভোট হারাবার ভয়ে নিজের ফেলা থুথু আবার গিলতে হয়েছিল। নিজেদের ধর্ম নিরপেক্ষতার চ্যাম্পিয়ন বলে জাহির করা। অথচ তসলিমার বই, রুশদির বই আগে ভাগে নিষিদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতি মনস্ক মুখ্যমন্ত্রী তবুও একটা ধর্মের মানুষের ভোটের কথা ভেবে বই নিষিদ্ধ করে। সহিষ্ণুতার আর ধর্মনিরপেক্ষতার কি উদাহরণ। তসলিমা বিতাড়নের জন্য দিবালোকে কলকাতার বুকে অস্ত্র হাতে দাপাল এক ধর্মের উগ্রবাদীরা। তাদের কন্ট্রোল করতে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সেনা ডাকতে হল তবুও সরকার তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে অপরাগ হল। কারণ সংখ্যালঘুদের ছাড় দেওয়াটাই নাকি ধর্ম নিরপেক্ষতা। হিন্দু বাঙালি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় সব সইছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্ষত তৈরি হচ্ছিল। দিদি এলেন প্রথমেই বিদ্যুতের চুরি ধরতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের। মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন বিদ্যুৎ চুরি ধরতে হবে না। তবে সেটা সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হল। হিন্দুদের চুরি ধরা পড়লে যথারীতি কেস হয় জরিমানাও হয়। মা, মাটি, মানুষের সরকারের কাছে নাকি ধর্মের নামে ভেদ ভাবনার স্থান নেই। তারপর এলো ইমাম ভাতা। সরকারি পয়সায় এক ধর্মের পুরোহিত শ্রেণির লোকের ভাতা দেওয়া হল। হিন্দুরা বঞ্চিত হল। মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন করলেন গায়ে মাথায় হিজাবের মতো করে চাদর জড়িয়ে। কি তার উদ্দেশ্য? না মুসলমানদের মন যাতে বেশি করে পাওয়া যায়। কিন্তু তার ধর্মের মানুষের মনে যে আঘাত লাগতে পারে সে কথা চিন্তাতেও মনে ঠাঁই পায় না। কারণ ভেতো হিন্দু বাঙালি তাদের না আছে ঐক্য, না আছে সংগঠন। আবার ৩৪ বছরের মার্কসবাদীদের শাসনের অর্ধেকের বেশি লোকই তো নাস্তিক। ফলে ধর্মের আফিমে তাদের নেশা হওয়ার কথা নয়। এবং যথারীতি হয়ও নি।

ওদিকে জেএমবি'র বৃহৎ পরিকল্পনা যে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও বিহার সহ এক বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের নবাবী আমলের সুরে বাংলাকে পুনর্গঠন করতে তারা সন্ত্রাসের পথে অগ্রসর গড়ে তুলেছে। বিস্ফোরণ হল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন কড়া পদক্ষেপ নয়? যাতে ঘটনায় প্রকাশ পেল সেই দলের সন্ত্রাসবাদী শাসকদলের ছাত্র ইউনিয়নের কিন্তু সরকারের উপর আস্থা রাখা ছাড়া উপায় নেই। বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি হিন্দুত্ববাদীদের কাছে।

এরপর একে একে ঘটতে থাকল ঘটনা। ক্যানিংয়ে হিন্দুদের ঘর পুড়ল। প্রশাসন নীরব। পুজোর সময় বিভিন্ন জায়গায় একতরফা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হল। চন্দননগর, বাটানগর, শিলিগুড়ি, তারপর কালিয়াচকে ওপার থেকে দাঙ্গাকারী এসে থানা জ্বালালো। প্রশাসন অসহায় হয়ে দেখল। মুখ্যমন্ত্রী একটা কড়া বিবৃতিও দিল না। দেবে কি করে ঘটনা তো প্রচারই করল না মিডিয়া। তারপর ধূলাগড়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হল দোষীরা শাস্তি পেল না। মিডিয়া প্রচারিত হল না। কেন? কি দোষ দিল হিন্দুদের সেই কথাগুলোও বলতে পারত। বিজেপি উসকানি দিয়েছে সেটাও তো দেখাতে পারত। উল্টে সর্বভারতীয় একটি চ্যানেলে খবর প্রচারিত হওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে এফআইআর করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই সব ঘটনায় বিজেপি ছাড়া বাকি বিরোধীরা রা কাড়েনি। বাঙালি হিন্দুরা বুঝল যে সরকারও তাদের রক্ষা করতে পারবে না। কারণ ভোটের ভয় আছে। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী হুমকি দেয় সরস্বতী বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হবে। অথচ মাদ্রাসা থাকবে? মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হয় না? আর সরস্বতী বিদ্যালয়ে বুঝি বোমা তৈরি শেখানো হয়? তাই শিক্ষামন্ত্রীর এতো রাগ? শাসক দল ও অন্যান্য বিরোধীরা মিলে যত বেশি করে মুসলিম তোষণের কথাবার্তা বলেছেন বাঙালি হিন্দুরা তত নিজেদের অসহায় বোধ করেছে। কারণ তারা ঘর পোড়া গরু। তাই আগে থেকে সতর্ক হওয়া গরজটাই বেশি করে অনুভব করেছে। আর্যাবর্তে বিজেপি'র উত্থানে বাঙালি হিন্দুরা মনে ভরসা পেয়েছে। তাই তারা নিজেদের জান, মান সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য সংগঠিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করেছে। আর সেই জন্যই তারা অস্ত্র হাতে মিছিল করেছে। হাতে অস্ত্র থাকলে মানুষের সাহস বাড়ে। কাউকে মারবে না। কিন্তু মারতে এলে বাধা দিতে পারবে এই সাহস বেড়েছে। অতীতে স্বামী সারদানন্দের হত্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ খেদ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে হিন্দু সমাজ যদি সংগঠিত না হতে পারে তাহলে এরকম ঘটনা সহ্য করতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথের বাংলায় স্বামীজির বাংলায় কেন অস্ত্র হাতে মিছিল হয় এই প্রশ্ন যদি আইনগত হয় তবে বলব আইন তার শাস্তি বিধান করবে। কিন্তু যদি সামাজিক ভাবে কেউ এই প্রশ্ন করে তবে বলব তাদের একপেশে ভূমিকাই এর জন্য দায়ী। এখনও সময় আছে মেকি ধর্ম নিরপেক্ষতার পথ পরিহার করে সমদৃষ্টিতে আইনের শাসন বলবৎ করুন। শাসক দলের প্রশ্ন তুলেছে হিন্দুদের ঘর তৈরিতে ১ লাখ কুড়ি হাজার আর মুসলমানদের ঘর তৈরিতে ১ লাখ ৮০ হাজার। কেন এই ফারাক? এই রকম অনেক প্রশ্নের যদি উত্তর না পেলে বাঙালি হিন্দুরা কিন্তু গেরুয়াকেই আঁকড়ে ধরবে বাঁচার স্বার্থে। বুদ্ধিজীবীদের চিৎকার চেঁচামেচি তাদের পথ রোধ করতে পারবে না।

মোদি ও অমিতাভের যুগলবন্দি

অমিত সঞ্জয়

অতিশয় বুদ্ধিমান ও তুখোড় রাজনীতিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোদি তখন প্রধানমন্ত্রী হয়েই ওঠেননি, তখন থেকেই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এই ভারতবর্ষেরই একজন বিশেষ ব্যক্তির ওপর। বাঁয়ে এবং ডায়ে সেই ভদ্রলোকের তখন অনেক যুগ আগে থেকেই বিরাট। দীর্ঘকায় এবং জলদগম্ভীর কন্ঠের অধিকারি অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববান সেই ভদ্রলোকের নাম অমিতাভ বচ্চন।

এই অমিতাভ বচ্চন কিন্তু কোনও কালেই মোদি বা তাঁর দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। এমনকি সামান্যতম সমর্থকও নয়। নেহেরু–গান্ধি পরিবারের ঘনিষ্ঠ অমিতাভ একদা সাংসদও হয়েছিলেন বাল্যবন্ধু রাজীব গান্ধির হাত ধরে। সেটা ১৯৮৪ সাল। ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পরেই। রাজনীতিতে সেটাই ছিল তাঁর হাতেখড়ি। কংগ্রেস দলের সদস্য হয়ে। এদিকে ফিল্মে তখন তাঁর রমরমা বাজার। একেবারে একশো শতাংশ সিনেমার লোক। একের পর এক ছবি সুপার–ডুপার হিট। কোনওটা আবার মোগাহিট। কিন্তু ফিল্মের মতো রাজনীতিতেও কি তিনি ততটা সফল হয়েছিলেন? উত্তর জানা, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আর সেই বিতর্কে যেতে চাই না। আপনারাও সকলেই এসব ভালভাবে জানেন।

ঘটনা এই যে, দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি সংসদে ছিলেন কংগ্রেস দলের সমর্থনে। ঠিক তাঁর পাশেই ছিলেন আর এক মহাতারকা প্রয়াত রাজেশ খান্না। ওই সময়ে আশির দশকের শেষের দিকে বছরগুলি অত্যন্ত ঘটনাবহুল। রাজীব গান্ধির সঙ্গে অমিতাভের ভাই অজিতাভের বফর্স বিতর্কে জড়িয়ে পড়া এবং সেই নিয়ে সমস্ত দেশে, এমনকি বিদেশেও এক দারুণ রাজনৈতিক আলোড়ন এবং সবশেষে রাজীবের রাজনৈতিক পরাজয় বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সেটা ১৯৮৯ সাল।

এরপর আবার ঠিক দু বছরের মাথায় ১৯৯১ সালে ভোটে জিতে ক্ষমতায় ফেরার পরে ১৯৯১ সালের মে মাসে মাদ্রাজের কাছে শ্রীপেরাম্বুদুরে রাজীবের মর্মান্তিক মৃত্যু। আত্মঘাতী আততায়ীদের ঘটানো বিস্ফোরণে।

বন্ধু রাজীবের মৃত্যুর পর থেকেই কংগ্রেস দল এবং গান্ধি পরিবারের ছায়া থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকেন অমিতাভ। সোনিয়া গান্ধি এবং তাঁর পুত্র কন্যাদের সঙ্গে একরকম সম্পর্ক ছিন্নই হয়ে যায় অমিতাভের। গান্ধি পরিবার এবং কংগ্রেস তাঁর জীবনে ইতিহাসের পাতায় চলে যায়।

এর পরের পর্বে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি হয় মুলায়ম সিং যাদব এবং তাঁর দল সমাজবাদী পার্টির। যোগসূত্র ছিলেন পার্টির এককালের প্রভাবশালী নেতা অমর সিং। এই অমর সিংয়ের সঙ্গে দারুণ ঘনিষ্ঠতা এবং একসময় প্রায় সর্বক্ষণের যোগাযোগ ছিল অমিতাভ আর তাঁর পরিবারের। সমাজবাদী পার্টি এবং মুলায়ম সিংয়ের নানান দলীয় এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক অমিতাভকে প্রায় সবসময় দেখা যেত।

কিন্তু সেই দিনগুলিও এখন ইতিহাস। বর্তমান অন্যরকম। অমিতজি এখন পুরোপুরি ঢুকে পড়েছেন মোদির শিবিরে। মোদিজির ডাকে বারে বারে সাড়া দিচ্ছেন। তাঁদের দুজনের ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতার ছবি আমরা কাগজে, টেলিভিশনে কিংবা ফেসবুকেও দেখছি। মানে, খেলার মাঠের মতো রাজনীতির ময়দানেও পাকা খেলোয়াড়সুলভ আচরণ। রং এবং জার্সিবদল।

বলাবাহুল্য একদা বিজেপি বিমুখ এই মেগাস্টারকে ঘরে তোলার এবং তা থেকে ফায়দা তোলার এই অসম্ভব কাজটিকে সম্ভব করেছেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি। শুধু কাজ নয়, বলা যায়, কাজের কাজ করেছেন।

আসলে, বেশ কয়েকবছর আগে, মোদি তখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখনই অমিতাভের দিকে তাঁর হাত বাড়ানো শুরু। গুজরাতের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ঐতিহাসিক গুরত্বকে পর্যটন বিভাগের মাধ্যমে সারা ভারত তথা বিশ্বের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে তিনি অমিতাভ বচ্চনকে রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করে দিলেন। এইসময় বিস্তর সম্মান পেলেন অভিতাভও। তিনিও মুগ্ধ হয়ে গেলেন মোদির ব্যবহারে। সেই প্রথম দুজনের কাছে আসা এবং একই বিন্দুতে অবস্থান। আর এই অধম লেখকেরও ঠিক তখনই গুজরাত ভ্রমণ। আরও এই কারণে যে, নিজে চোখে দেখা অমিতাভের প্রচার কতটা কাজের হয়েছে গুজরাতে।

যাইহোক, তারপর যতদিন যেতে লাগল, মোদি এবং অমিতাভকে বারে বারে প্রকাশ্যে এবং একান্তে দেখা যেতে লাগল। যদিও আজ পর্যন্ত অমিতাভ ভুলেও স্বীকার করেননি কোনও দিন যে মোদিজির সঙ্গে বা তাঁর দলের সঙ্গে কোনওরকম রাজনৈতিক যোগাযোগের কথা। তিনি বরাবর বলতে চেয়েছেন মোদিজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিতান্তই ব্যক্তিগত বা আনুষ্ঠানিক এর বেশি কিছু নয়। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই।

কিন্তু রাজনৈতিকদের সঙ্গে থাকলে, যত সাবধানেই থাকা যাক, কিছু রাজনীতির রং গায়ে লেগেই যায়। অনেকটা সেই শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মতো— কাজলের ঘরে থাকলে কালি লাগার মতো ব্যাপর আর কি। অমিতাভের ক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে বারে বারে ডাকছেন, টি টেবিলে বসাচ্ছেন, এবং তারপর নানান কাজে লাগাচ্ছেন; তাঁর নানান সদর্থক কর্মসূচির প্রচার অভিযানে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করছেন, আর তার মধ্যে এতটুকুও রাজনীতি নেই— তা কী করে হয়?

এই যেমন 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানের আগাগোড়া সমর্থক অমিতাভ বচ্চন। এবার সেই অমিতাভকে জৈব সারের সরকারি বিজ্ঞাপনে তুলে এনেছেন নরেন্দ্র মোদি। এখন বাসে ট্রামে, পথে–ঘাটে সর্বত্র হাসিমুখে সুসজ্জিত অমিতাভকে দারুণভাবে দেখা যাচ্ছে। কতরকম পোশাকে আর কতরকম ভঙ্গিমায় তিনি 'পোজ' দিয়েছেন। এমনিতে তিনি এতবড় অভিনেতা যে, শুধু চোখ চেয়ে তাকালেও তাতে চমৎকার অভিনয় মিশে থাকে। তাঁর চোখ কথা বলে। চোখের তারা দুটি ঈষৎ উঁচুদিকে এবং ভাসাভাসা দুর্লভ দৃষ্টি। কন্ঠের মতো সেই দৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে তিনি সিনেমায় চূড়ান্ত সফল। অতঃপর বিজ্ঞাপনেও একেবারে বাজিমাৎ। যে কোনও বিজ্ঞাপনে তিনি লা–জবাব। এখানে জৈব সারের বিজ্ঞাপনেও তাঁকে দারুণ মানিয়েছে। সবজির খোসা, ফলের খোসা আর শুকনো পাতা–টাতা মেশিনে ফেলে তৈরি জৈব সার ভারতে একদিকে স্বচ্ছ এবং অন্যদিকে সুফলা করবে সন্দেহ নেই। অতএব উদ্দেশ্য ভাল। আর তারপর সেই সারের সারাৎসার কাজে লাগবে নিশ্চয়ই ভোটে। গাছের ফলের মতো ভোটেও ফল হবে ভাল মতো।

সেই ফলই কি কিছুটা কিছুদিন আগে বিভিন্ন রাজ্যের ভোটে দেখা গেল? হয়তো। তবে ফল বোঝা যাবে দুবছর পর। ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে। মোদি আর অমিতাভের যুগলবন্দি নেহাতই আনুষ্ঠানিক— আমার তো তা মনে হয় না।

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ও বিদ্যালয় স্বাস্থ্য বিধান দিবস উদযাপিত হয় সাগরদ্বীপের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রার্থনা সংগীত 'স্বাস্থ্যবিধান গান'এর মাধ্যমে। এরপর সাগর গ্রামীণ হসপিটালের স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মী এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য সকলে বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস ও বিদ্যালয় স্বাস্থ্যবিধান দিবস পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যকর্মী শ্যামলী বেরা ও আশাকর্মী কাকলী মন্ডল সহ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস মন্ডল এবং পঞ্চায়েত সদস্য হরিপদ কর উপস্থিত ছিলেন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ছেলে মেয়েদের নিয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যুইজ ও স্বাস্থ্যই সম্পদ এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ে সমস্ত শ্রেণির শিশুদের নিয়ে শিশু সংসদ তৈরি করা হয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। খাওয়ার আগে শিশুদের হাত ধোওয়া বিষয়টি নিয়ে প্র্যাকটিক্যাল আলোচনাও দেখানো হয়। তারপর বিকালে একটি পথযাত্রা করা হয় ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে।

ইমামবাড়া হাসপাতালে আধুনিক গবেষণাগার

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালের নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে প্রসূতি বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধির অত্যাধুনিক গবেষণাগারের (স্কিল ল্যাব)–এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়। জলপাইগুড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, হুগলি জেলাপরিষদের সভাধিপতি আলহাজ শেখ মেহেবুব রহমান, চুঁচুড়ার পুরপিতা গৌরীকান্ত মুখার্জী, জেলার সিএমওএইচ ডাঃ শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, ডেপুটি সিএমওএইচ–থ্রি ডাঃ সুব্রত সেনশর্মা ও ইমামবাড়া হাসপাতালের সুপার ডাঃ উজ্জ্বলেন্দু বিকাশ মন্ডল প্রমুখ। জেলার সিএমওএইচ ডাঃ শুভ্রাংশু চক্রবর্তী জানান, প্রসূতি মহিলার নর্ম্যাল ডেলিভারি, প্রসূতি গৃহ ও তার পরিস্থিতি, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তার শারীরীক কার্যকলাপ পুতুলের (কৃত্রিম মডেল) মাধ্যমে ছাত্রীদের দেখানো হবে। নার্সিং কর্মী, ছাত্রীদের উপরোক্ত বিভাগগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে প্রায় ৩০ জনকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পরে এই আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬০ করা হবে। মূলত উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে প্রসূতির নর্ম্যাল ডেলিভারির মত জটিল প্রক্রিয়া ও পরিস্থিতিকে কিভাবে সামলাতে হয় তার জন্যই এই স্কিল ল্যাব গড়ে তোলা হয়েছে। ইমামবাড়া হাসপাতালের সুপার ডাঃ উজ্জ্বলেন্দু বিকাশ মন্ডল জানান, এই ধরনের স্কিল ল্যাব হুগলি জেলাতে এই হাসপাতালেই প্রথম গড়ে তোলা হয়েছে।

যোগেশের উক্তি নিন্দনীয় : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর প্রদেশের যুব বিজেপি নেতা যোগেশ ভার্সনের এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মাথা কাটার হুমকি ঘিরে রাজ্য রাজনীতি এখন তোলপাড়। যা এড়াতে পারলেন না গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের হসপিটাল পাড়ার মৈত্রী ভবনে বিজেপি–র এক কর্মিসভায় আসা কেন্দ্রীয় আইন ও তথ্য প্রযুক্তির দফতরের প্রতিমন্ত্রী পিপি চৌধুরীও। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছি।বিজেপি–ও এই ধরনের উক্তিকে সমর্থন করে না। মন্ত্রী বলেন এ রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে। এ রাজ্যের মানুষ কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসকে চায় না। তারই প্রমাণ মিলেছে দক্ষিণ কাঁথির উপনির্বাচনে। এই নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি–র প্রার্থী। ফলে আগামী পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি ভাল ফল করবে। সুন্দরবনের নানা সমস্যার উপর আলোকপাত করে মন্ত্রী আশ্বাস দেন এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে উন্নয়নের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করা হবে। লোকালয়ে বাঘ ঢুকে পাড়ার বিষয়টিও প্রধানমন্ত্রীর নজরে আনা হচ্ছে জানিয়েছেন পিপি চৌধুরী।

মমতাকে খুনের হুমকি তীব্র ক্ষোভ শোভনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার সোনাখালি বাজারে বাসন্তী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে জনসভায় রাজ্যের আবাসন ও পরিবেশ ও দমকল দফতরের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন দলীয় নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে জিতে এসেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেদিন সিঙ্গুরে রাত্রি সাড়ে দশটা এগারোটার সময় আপনারা সমস্ত লাইট অফ করে দিয়ে যে অত্যাচার করে, টেনে নিয়ে এসে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে গান্ধি মূর্তির কাছে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলেন সেদিনের সেই মমতা বেঁচে আছে। জানবেন মমতার মাথার দাম নেই, মমতার মাথার দাম আপনি ঠিক করতে পারবেন না, মমতা একটা মহিলা নয়, মহিলাটা মমতা। একটা মুখ্যমন্ত্রী নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে একটা আন্দোলনের প্রতীক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা সিম্বল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ইনস্টিটিউশন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা আবেগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা চোখের মণি, ফুসফুস, হৃদপিন্ড, তার মাথা নেওয়া যায় না। যারা বলছেন ভারতবর্ষের ক্ষমতার অহংকারে বলছে। সেই ভারতে একদিনের জন্য মানুষকে ভুল বোঝানো যায়। কিছু দিনের জন্য ভুল বোঝানো যায় কিছু মানুষকে। চিরকালের জন্য সব মানুষকে ভুল বোঝানো যায় না। ধর্মের হানাহানিতে ১৮৪৭ সালের ১৫ আগস্টে ভারতের অঙ্গরাজ্যে সে রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ। যে বুক চিতিয়ে বাংলাদেশের যুদ্ধের পর লক্ষ শরণার্থীকে জায়গা করে দিয়েছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমানবাবুরা যাকে মারতে চেয়েছিলেন তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রী। যারা ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলতো, তারা সিঙ্গুরে গুলি চালিয়ে রক্তাক্ত করেছিল। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ প্রমুখ।

খুনের অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা : সোমবার খুনের অভিযোগে ধৃত গৌতম পাঁজাকে পুলিশ ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম কোর্টে তুললে বিচারক ধৃতকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য গত ১৪ ফেব্রয়ারি রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার মজলিসপুর গ্রামের বাসিন্দা অমিত রাজকে আমতলায় নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুন করে ফলতায় ফেলে দিয়ে চম্পট দেয় গৌতম পাঁজা। এমনি অভিযোগ মৃতের পরিবারের সদস্যদের। পরের দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে অমিত রাজ (৪৫)–এর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ বিষয়ে ফলতা থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের হয়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আমতলা সীতারামপুর গ্রামের বাসিন্দা গৌতম পাঁজা। এমনকি গৌতম পাঁজার কাছ থেকে ও টাকা নেয় অমিত রাজ। টাকা পয়সা নিয়ে বচসার জেরে অমিত রাজকে পিটিয়ে খুন করে ফেলে দিয়ে চম্পট দেয়। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের। রবিবার রাতে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে বঙ্গনগর গ্রাম থেকে গৌতম পাঁজাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানান গত ফেব্রুয়ারি মাসে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়। এ ঘটনার মূল অভিযুক্ত পলাতক ছিল। তার খোঁজ চলছিল। এ দিন রাতে হানা দিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে কোর্টে তোলা হয়েছে।

অটো চালকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : মঙ্গলবার সুন্দরবনের দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার হোগলডুগরি এলাকায় প্রায় ৮০টি অটোচালক এবং মোটরভ্যান চালকরা বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। ফলে প্রায় কয়েক ঘন্টা ধরে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। সমস্যায় পড়ে নিত্যযাত্রীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে বাসন্তীর সোনাখালি থেকে হোগলডুগরি ৪ কিমি রাস্তায় ১০টি ম্যাজিক গাড়ি চালু হয়েছে। ফলে অটো ও মোটরভ্যানের যাত্রীরা ম্যাজিক গাড়িতে যাতায়াত করছে। এর ফলে ঠিকমতন যাত্রী পাচ্ছে না অটো ও মোটর ভ্যানের চালকেরা। এই ম্যাজিক গাড়ি চলার ফলে ম্যাজিক গাড়ির চালকদের সঙ্গে ঝামেলা বেঁধে যায় অটো ও মোটর ভ্যান চালকদের। আর এই ঝামেলার জেরে এদিন অটোচালক ও মোটরভ্যান চালকরা হোগলডুগুরি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীরা বলেন এই রাস্তায় যাত্রীর সংখ্যা কম। এই ৪ কিমি রাস্তায় ৮০টি অটো ও মোটরভ্যান চলে। ম্যাজিক গাড়ি চলার ফলে সেভাবে রোজগার হয় না। কিভাবে এই রুটে ম্যাজিক ভ্যান চালু হল তা জানা গেল না। তাছাড়া যারা পারমিট পেয়েছে তারা বাইরের চালক। এই সমস্ত দাবিতে বিক্ষোভ চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্যার সমাধান হবে এই বিক্ষোভ চলতে থাকবে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাসন্তী থানার পুলিশবাহিনী। পুলিশ বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার জন্য বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে। পুলিশ জানান হোগলডুগুরি রাস্তায় বেশ কিছু অটো ও মোটর ভ্যান চালক বিক্ষোভ দেখায় বিভিন্ন দাবিতে। আলোচনার মাধ্যমে বিক্ষোভ তুলে দেওয়া হবে।

গৃহবধূর অপমৃত্যু

সুভাষ চন্দ্র দাশ : গত ১২ এপ্রিল সকালে এক গৃহবধূর অপমৃত্যু হল বাসন্তীতে। ঘটনাটি ঘটে বাসন্তী থানার ভাঙনখালির শেখ পাড়ায়। মৃত গৃহবধূর নাম নুরনেহা গাজী (৫০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার সকালে স্বামী নাছিম গাজীর সাথে নিজেদের ধানভাঙা মেশিনে ধান ভাঙার কাজ করতে যান। ধান ভাঙানোর শেষ মুহূর্তে নুরনেহা গাজীর দেহের কাপড় মেশিনের চাকায় জড়িয়ে গিয়ে শ্বাসরোধ হয়ে পড়ে যান। নিজের স্ত্রীর এমন বিপদ দেখে নাছিম গাজীও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তারপর স্থানীয় লোকজনেরা নুরনেহাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

উদ্ধার হওয়া ২২ জন নারীকে স্বনির্ভর করে তুলতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ বিডিওঅফিস ৫ জন জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং স্বয়ংসিদ্ধ ও গরান বোস স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করার জন্য এক সচেতন শিবিরের আয়োজন হয়। এছাড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ২২ জন নারী পাচার হয়ে যাওয়ার পর তাদের উদ্ধার হওয়ার পর তাদেরকে স্বনির্ভর করে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সাউথ বেঙ্গল আই জি পি অজয় মুকুন্দ রানাডে, ডিআইজি(পিআর) ভরত লাল মিনা, জেলার পুলিশ সুপার সুনীল কুমার চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট দফতরের কনভেনার মধুমিতা হালদার, ইউনিসেফ পারমিতা নন্দী প্রমুখ। সাউথ বেঙ্গল আইজিপি অজয় মুকুন্দ রানাডে বলেন, নারীপাচার একটা বিশেষ সমস্যা। ২০১৩ সালে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মিসিং। ২০১৪ সালে সেটি হল সারে চার আর

২০১৫ সালে সাড়ে তিন হাজার মিসিং। ফলে সংখ্যাটা দিনে দিনে কমছে। তিনি আরও বলেন এই জেলায় প্রায় সাড়ে তিন হাজারের উপরে ছেলে মেয়ে বাইরে যাচ্ছে যা হদিশ করে পাওয়া যাচ্ছে। তবে এর মধ্যে থেকে বেশ কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। প্রশাসন হিসাবে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেগুলি নেওয়া হয়েছে। মেয়েদের প্রত্যেকটি স্কুলে এ বিষয়ে ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্কুলে স্কুলে গিয়ে কেন পাচার হয় এবং কিভাবে পাচার বিষয়ে জানানোর চেষ্টা করেছি। এই নিয়ে স্বয়ংসিদ্ধা প্রজেক্ট চালু হয়। রাজ্য সরকার অনেকগুলো উপকার নিয়ে এসেছে সুকন্যা, কন্যাশ্রী প্রকল্প। যার দ্বারা মেয়েরা উপকৃত হচ্ছে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য। যে সমস্ত মেয়েরা পাচার হয়ে যাওয়ার পর উদ্ধার হওয়া মেয়েদের ছয় মাসের বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে তাদের স্বনির্ভর করে তোলা। তিনি পাচার হওয়া মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেন সমাজের মধ্যে কিছু করতে গেলে আপনাকে নিজের পায় দাঁড়াতে হবে। নিজে কাজ শিখে নিজেকে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট দফতরের কনভেনার মধুমিতা হালদার বলেন বিভিন্ন রাজ্য এবং বিভিন্ন দেশ থেকে পাচার হওয়া শিশুদের এই দক্ষতায় উদ্ধার করে। ২০০৮ সালে এই দফতরটি চালু হয়। অতিরিক্ত জেলা শাসক চন্দ্রশেখর বর্ধন বলেন, এই জেলায় উদ্ধার হওয়া ২২ জন নারীকে স্বনির্ভর করে তোলা হবে। লোভে পড়ে হুট করে নারী মেয়ে বা শিশুকে কোনও কাজে থাকলে পাঠাবেন না। সন্দেহ হলে থানায় জানান।

সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় মন্দির বাজার থানার পোলের হাটে। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার তথাগত বসু, মন্দির বাজার থানার ডিএসপি দূর্বার বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক প্রেসিডেন্ট অলোক ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট সমাজসেবী রইচ মোল্লা। এবং স্কুলের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা।

ফুলিরডাঙার ফকির বাবারা

প্রথম পাতার পর

সেই তথ্যটি পাঠকদের জন্য তুলে ধরলাম— সমাজে যখন হাট বসে, সকলে যখন সুখে থাকে, সেই আনন্দের মাঝেও তো কখনও সখনও নিরানন্দ ফিরে আসে। সুখ দুঃখ বিপদ আপদ ভালমন্দ বিপর্যয়ের মধ্য জীবন এগিয়ে চলে। তাই হঠাৎ একদিন আক্রমণ করা হল চন্ডীপুর (তারাপীঠের পূর্বনাম)। আক্রমণকারী আলিলকি খাঁ। চন্ডীপুরের জমিদার রামজীবনের ভ্রাতা কালিদাস চৌধুরী ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নাটোর এস্টেট ব্যর্থ হল আক্রমণ রুখতে। ফলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হল তারাপীঠের বুকে। মা পরীক্ষা নিলেন ঢাকার রামজীবনের ও নাটোরের রামজীবনের উত্তরাধিকারীদের। কারণ মন্দির স্থাপন ও পুজো প্রচারের কারণে উভয় পরিবার পরিজনদের মনে অহংকার দেখা দিয়েছিল। মা অহঙ্কার পছন্দ করেন না। তাই হয়তো চূর্ণ করলেন। কিন্তু মায়ের পুজো বন্ধ হল না। আলিলকি খাঁও পূজারীদের পুজো পাঠে বিঘ্ন ঘটাননি। তিনিও মায়ের মহিমাতে আকৃষ্ট। দুহাত তুলে নমস্কার জানান ভক্তি ভরে। ইসলাম ধর্মে অনুরক্ত আলিলকি খাঁ পাঁচবেলা নামাজ পড়তে ভুল করেন না। সঙ্গে আগত দরবেশ ফকির ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের উপাসনার জন্য তারা মায়ের মন্দিরের দক্ষিণ পূর্বকোণে একটি মসজিদ বানিয়ে দেন। যেখানে নিয়ম করে নামাজ পাঠ হয়। দীর্ঘ চার দশক তিনি ও তারপরে আশাদুল জামাল খান চন্ডীপুর তারাপীঠের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মুসলিম শাসন থেকে চন্ডীপুর মুক্ত হলেও পাশে ফুলিরডাঙা গ্রামটি মুসলিম প্রধান গ্রাম হিসাবে আজও বিরাজ করছে। ফুলিরডাঙার মুসলিমরা কালো বসন পরিহিত ফকির সম্প্রদায়ের। এরা তারা মা ভক্ত, মায়ের নাম সকাল সন্ধ্যা আওড়ে যান। মায়ের নামে জীবিকা অর্জনও করে। সমন্বয়ের দেবী হিসাবে তারা মা লোকসমাজে প্রচারিত হন।’’

জাতীয় মঞ্চে চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় কমিটি এই আবেদনগুলো সরেজমিনে খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেয়।সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৫–১৬ আর্থিক বর্ষে অনলাইন এই আবেদন পত্রে গ্রাম সংসদ সভা ডাকা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সচেতনতা শিবির, শৌচালয় নির্মাণ সহ মোট ৪৩টা বিষয়ের প্রশ্ন ছিল। গত নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় পরিদর্শক আসেন চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ পরিদর্শনে। বিরোধী দলের মানব মুখোপাধ্যায় তাঁদেরকে গ্রাম ঘুরিয়ে দেখান। এই পুরস্কারে শাসক বিরোধী উভয় শিরিরেই খুশির হাওয়া। উভয় পক্ষই জানালেন উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁরা কোন বিরোধিতা করেন নি। আর উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই একতাই চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে এনে দিল সেরার শিরোপা। চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত্রা রং বলেন, ‘এই পুরস্কার সকলের সহযোগিতার ফল। সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ‘এছাড়াও উলুবেড়িয়া–১ ব্লক প্রশাসন ও উলুবেড়িয়া দক্ষিণকেন্দ্রের বিধায়ক পুলক রায়কে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তিনি বলেন,‘ওনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না।’

সদর শহর সিউড়ীতে সোনার দোকান সহ একাধিক ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : গত ৩ এপ্রিল গভীররাতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটলো বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে। ঘটনাস্থল সিউড়ি বোলপুর রাস্তার পাশে পি সি চন্দ্র জুয়েলার্স। পরদিন সকাল ১০টা নাগাদ শোরুমের কর্মীরা দোকান খুলে প্রথম ঘটনাটি দেখতে পান। ভেতরে সমস্ত কিছুই লন্ডভন্ড। এই খবরে এলাকায় ছড়িয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে ছুটে যান বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসপি ও ৭ – ৮টি থানার ওসিরা। আসেন সিআইডি, আইবি আধিকারিকরা। কলকাতা থেকে এসে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিক দল। ৫ এপ্রিল সিউড়িতে তদন্তে আসেন বর্ধমান রেঞ্জের আইজি রাজেশ সিংহ।

স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ, বছর ছয়েক আগে চালু হয়েছিলো সিউড়ি বোলপুর রাস্তার পাশে অবস্থিত পি সি চন্দ্র জুয়েলার্স শোরুমটি। যে বিল্ডিং –এ এই শোরুম সেই বিল্ডিংয়েই আছে এলআইসি অফিস, একাধিক ব্যাঙ্ক, ওষুধের দোকান, মিষ্টির দোকান। তার পিছনে আছে সুপার মার্কেট। সেখানে আছে একটি লজ । পাপ্পু যাদব পরিচয়ে জনা চারেক যুবক বিনা নথিপত্রে ওই লজের দ্বিতলে ৪, ৫ ও ৬ তিনটে রুম ১৮ দিনের জন্য ভাড়া নিয়েছিলো বলে জানা গিয়েছে। ডাকাতির পর থেকে তারা পলাতক। সীমান্ত সিল করে তল্লাশি করা হচ্ছে বলে জানায় পুলিশ। লজের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে সন্দেহভাজনদের স্কেচ আঁকে পুলিশ। লজের সিসি ক্যামেরা রাতে চালু থাকতো না বলে জানা গিয়েছে।

শোরুমের শৌচাগারের একটি দেওয়াল মাত্র ৫ ইঞ্চি পুরু ছিলো। যা আবার বাইরের দিক থেকে প্লাস্টার করা ছিল না। ওই ৫ ইঞ্চি দেওয়াল কেটে ডাকাতি করে নিয়ে যায় সোনা, হিরে মিলে কয়েক কোটি টাকার অলঙ্কার। পুলিশ শোরুমে গিয়ে উদ্ধার করে ডাকাতদলের ফেলে যাওয়া গ্যাস কাটার, কিছু কাপড়, ইট, গামছা। শোরুমের সিসিটিভির হার্ডডিস্কটি নয়ে চলে যায় ডাকাত দলটি। দীর্ঘদিন লজে থেকে শোরুমের সমস্ত গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে সুপরিকল্পিতভাবে প্ল্যান মাফিক নিঁখুতভাবে ডাকাতি করেছে ওই চার সন্দেহভাজন যুবক বলেই ধারনা পুলিশের। পুলিশ লজের রেজিস্টার সিজ করেছে।

অন্যদিকে, ৪ এপ্রিল রাতে নগরী গ্রামের সুপ্রাচীন রায় পরিবারের নারায়ণ মন্দিরে খোয়া যায় সোনার পৈতা, রুপোর মুকুট, ছোট ছোট সোনার চোখ, তামার বাসনসহ প্রণামীর ৭০০ – ৮০০ টাকা। চুরি হয় পাশের কালীমন্দিরেও। এই ঘটনারও তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। ৬ এপ্রিল রাতে সিউড়ির রবীন্দ্রপল্লীর দুর্গামন্দিরের প্রণামী বাক্স ও কয়েকটি অস্থায়ী দোকানের ক্যাশ বাক্স চুরি হয় বলে জানা গিয়েছে।

বীরভূমের সদর শহর সিউড়ী জুড়ে একাধিক চুরি ডাকাতির ঘটনায় জেলার মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেছে। সকলেই আসঙ্কা করছে ডাকাত দল ফের ফিরে আসতে পারে।

রণক্ষেত্র নুঙ্গি

প্রথম পাাতর পর

সাড়ে আটটার সময় বজবজ লোকাল চলে, ট্রেনের চালক ও গার্ডকেও মারধর করা হয়। বিশাল পুলিশবাহিনী তাদের উদ্ধার করে। পুলিশের সঙ্গে জনতার খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। যাত্রীদের ছোঁড়া পাথরে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন। পুলিশের ‘গাড়ি উল্টে দেওয়া হয়। সাড়ে ১২টার সময় রেল দফতরের কর্তারা ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। ঠিক সময়ে ট্রেন আসার প্রতিশ্রুতি দিলে, অবরোধ ওঠে। এদিন সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। বিকালে রেল কর্তৃপক্ষ বালিগঞ্জ জিআরপিতে ওই ঘটনার অভিযোগ দায়ের করে।

সামনে পূজালি পুরভোট ফের বাম–কংয়ের জোট

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে বজবজ মন্ডল এর সভাপতি প্রদীপ মন্ডল বলেন, বিজেপি এখানে ১৬টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দেবে। তবে মুসলিম বা সংখ্যালঘু এলাকা হিসেবে ৪,৬,৭,৮,১০ নং ওয়ার্ডে কাদের প্রার্থী করা হবে দল তা চিন্তাভাবনা করছে। তবে সার্বিকভাবে জানা গিয়েছে নির্দল বেশ কিছু এলাকায় প্রার্থী দিয়ে ঘোঁট পাকাবে। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাশগুপ্ত বলেন নতুন যে ওয়ার্ড হয়েছে সেই ওয়ার্ড সহ ১৬টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে।

তবে ভোট যতই এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক পারদ ততই বাড়ছে। প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জলঘোলা হবে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

জোড়া সাফল্য বীরভূমের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি : রাজ্যস্তরের বিঞ্জানমঞ্চের প্রতিযোগিতায় জোড়া সাফল্য পেলো বীরভূম জেলার সিউড়ির দুই প্রতিযোগি । গত ২রা এপ্রিল রবিবার রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে বিঞ্জানমঞ্চের রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা হয়েছিলো । বিঞ্জানমঞ্চের রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় ‘প্রবন্ধ’ বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সিউড়ি জিলা স্কুলের ছাত্র জয়দীপ দে । ‘বিতর্ক’ বিভাগে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সিউড়ি আরটি হাইস্কুলের সমদর্শিতা সাধু । ১৪ই মার্চ বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি এবিটিএ হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো জেলাস্তরের প্রতিযোগিতা । সেখানকার সফল প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করেছিলো রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় । কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ৫০ বছরের ‘আলিপুর বার্তা’ পত্রিকার তরফ থেকে সফল দুই প্রতিযোগীকে শুভেচ্ছা জানাই ও জীবনের সাফল্য কামনা করি ।

আরসিপিআই সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট : রামপুরহাটে আরসিপিআই –র কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিহির বায়েন । ৮ই এপ্রিল শনিবার বীরভূম জেলার মহকুমা শহর রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ডের বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে এই কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আরসিপিআই (বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া) –র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিহির বায়েন, রাজ্য সম্পাদক সুভাষ রায়, বীরভূম জেলা সম্পাদক কামাল হাসান । অনুষ্ঠানের শুরুতে দলের পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিহির বায়েন । এইদিন ২০১৬ বিধানসভা ভোটে সিপিএম ও কংগ্রেসের জোটের তীব্র সমালোচনা করেন মিহিরবাবু । এইদিনের কর্মী সম্মেলনে দলের ৮০০ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন বলে জানান আরসিপিআই –র বীরভূম জেলা সম্পাদক কামাল হাসান । সম্মেলন শেষে সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে ১১ জন আরসিপিআই দলে যোগদান করে । যোগদানকারীদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলো বুধিগ্রাম সিপিএম জোনাল কমিটির সম্পাদক বানু শেখ, জোনাল কমিটির সদস্য মহম্মদ কিবরিয়া, কৃষকসভার ফরওয়ার্ড ব্লক জেলা সম্পাদক কদম রসুল প্রমুখ । আরসিপিআই –র বীরভূম জেলা সম্পাদক কামাল হাসান নিজেই কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ৫০ বছরের ‘আলিপুর বার্তা’ পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক ।

বাংলাকে ধ্বংস করতে দেব না : আবদুল মান্নান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ৮ এপ্রিল দুপুরে ক্যানিং দিঘীর পাড় পঞ্চায়েতের হসপিটাল পাড়া এলাকায় ক্যানিং–১ ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দল নেতা তথা কংগ্রেসের বিধায়ক আবদুল মান্নান, জেলা পূর্ব কংগ্রেসের সভাপতি অর্ণব রায় প্রমুখ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মান্নান সাহেব বলেন, রামনবমীতে অস্ত্রধারণ কান্ডে রাজ্যের শাসক দল এবং কেন্দ্রের শাসকল দল প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে একে অপরকে মদত দিয়ে গিয়েছে। রাজ্যে বিজেপির বাড় বাড়ন্তের জন্য রাজ্য সরকার দায়ী। এই রাজ্যের মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। রাজ্যের বুদ্ধিজীবী মানুষ সবাই আজকে প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছে। বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা মেরুকরণ করে এ রাজ্যকে ধ্বংস করতে দেবে না। তিনি এই জেলায় বিষমদ কান্ড বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন সরকারের গাফিলতির কারণে অনেক কিছু হচ্ছে। তার মধ্যে কেউ বিষ মদ খেয়ে মারা যাচ্ছে। আরও অনেক বাজে ঘটনায় মানুষ মারা যাচ্ছে। যারা বিষমদ খেয়ে মারা যায় তাদের সাহায্য দেওয়া হয়, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় এবং যারা বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, হাসপাতালে একটা এক্সরে করতে পারছে না, তাদের জন্য সরকারের কোনও মাথা ব্যথা নেই। সরকারের এই আচরণের জন্য রাজ্য দিনের পর দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। তিনি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন বিষয়ে বলেন একটা স্বৈরাচারী সরকার রাজ্যে রয়েছে। কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক সরকার। একে অপরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে। কংগ্রেসকে কতটা দাঁড়াতে দেবে সে উপর নির্ভর করছে কংগ্রেস কতটা ভাল ফল করবে। এছাড়া নির্বাচনে কতটা প্রার্থী দিতে পারছে, তার উপর নির্ভর করছে। এখন ভয়ঙ্কর অবস্থা। মিউনিসিপ্যালিটি যেখানে হচ্ছে, সেখানে প্রার্থী দিতে দিচ্ছে না। এই তো অবস্থা। আগে আমাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাই; তারপর দেখা যাবে কংগ্রেস কতটা ভাল ফল করবে।

চোরের ধাক্কায় আহত

বাপি লাল দে : বাড়ির তিনতলা ছাদ থেকে চোর তাড়াতে গিয়ে শেষে নিজেই চোরের হাতে ধাক্কা খেয়ে সটান নিচের রাস্তায় সুশান্ত বিশ্বাস। ঘটনাটি ঘটে রবিবার রাত সাড়ে বারটার সময়। সাঁপুই পাড়া রবীন্দ্র পল্লির নিতাই সেলুনের কাছাকাছি স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত বিশ্বাসের বাড়িতে। প্রতিদিনের মতো রবিবার রাতেও সুশান্ত বাবু দোতলায় নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন, আচমকা তিনতলার ছাদে খুটখাট আওয়াজ শুনে ছাদে গিয়ে দেখেন হাফপ্যান্ট এবং কালো গেঞ্জি একটা লোক নিচের দিকে উঁকিঝুকি মারছে। ধরতে গেলে সে ধাক্কা মারে সুশান্ত বাবুকে। তিনতলার ছাদ থেকে নিচের রাস্তায় পড়ে যান। হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। সুশান্তবাবুর চোয়ালে তিনটি সেলাই পরেছে এবং বুকের পাজরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানান সুশান্তবাবুর মা। চোর বাড়ির পিছন দিকের কার্নিসের পাইপ বেয়ে পলাতক।

চিনা ভাষা শিক্ষা

দিলীপ কুমার দাস : মূলত পর্যটন ও হোটেলের আধিকারিক ও কর্মীদের জন্য গত ১০ এপ্রিল থেক ৬ মাসের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের গোলপার্ক ইনস্টিটিউটে চালু হল চিনা ভাষা শিক্ষার কোর্স। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে উদ্বোধন করলেন সুকন্যানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব, দফতরের সচিব অত্রি ভট্টাচার্য, যুগ্ম সচিব কৌশিক ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষার্থী হিসাবে যোগ দেন বিভিন্ন পর্যটন সংস্থা, পর্যটন দফতর ও হোটেলের আধিকারিক ও কর্মীরা। মন্ত্রী, সচিব সহ উপস্থিত সকলে চিনা ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন। তাঁরা বলেন চিন পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছে। ভবিষ্যতে চিনা পর্যটনের সংখ্যাও বাড়বে। সুবিধা হবে বিদেশি পর্যটনের।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

শিবের গাজন গাই...

দীপককুমার বড় পণ্ডা

গাজন হল শিব–দুর্গার বিয়ের উৎসব। গাজন কোথাও হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে, কোথাও বা হয় বৈশাখী সংক্রান্তিতে। সারা বাংলার সর্বত্র গাজন হয়, তবে বেশি হয় রাঢ় বাংলায়। রাঢ় বাংলার এটি প্রধান উৎসব। গাজনকে কেন্দ্র করেই নীলের মাথায় জল ঢালা হয়, মেলায় জিলিপি পাঁপড় ভাজা হয়, ভেঁপুর শব্দ ওঠে – গাঁয়ের মেয়ে বাপের বাড়ি ফেরে।

সারা বছরে এই একটি উৎসব হয়, যেখানে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ দেবতার কাছে আচার পালনের সুযোগ পান। গাজন মেলাই আমাদের প্রকৃত সার্বজনীন উৎসব। গাজনেই সব শ্রেণীর, সব জাতের মানুষ সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পান। আমাদের এই বঙ্গে দু'রকমের গাজন হয়। শিবের গাজন আর ধর্মরাজের গাজন। তবে, শিবের গাজনের খ্যাতি বেশি। বেশি মানুষ শিবের গাজনে যুক্ত থাকেন। ধর্মের গাজনও কম যায় না।

ধর্ম ঠাকুর রাঢ় বাংলার লৌকিক দেবতাদের মধ্যমণি। তাঁকে নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক বিতর্ক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৮৯৪–১৮৯৫) ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধদেবতা বলে মন্তব্য করেছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মের গাজনের নাচগানকে আর্যধর্মের নয় বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে এগুলি দ্রাবিড় কিংবা চীন–তিব্বতীয় হতে পারে। ড. সুকুমার সেন–এর মতে, ধর্মদেবতার উৎপত্তি বহুমুখী। অর্থাৎ বিভিন্ন সূত্রে আগত বিভিন্ন দেবভাবনা ও দেবচিন্তা মিলে গিয়ে এক হয়ে ধর্মঠাকুরের রূপ নিয়েছে। আর গবেষক ড. অমলেন্দু মিত্র–র মতে, ধর্মঠাকুর শস্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পূজিত দেবতা।

সেসব পণ্ডিতরা যাই বলুন না কেন, গাজনের মূল মজাটা হল, এই একটা উৎসব যেখানে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যদিও প্রাধান্য থাকে নিম্নবর্গের। দুই গাজনেই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকেন নিম্নবর্ণের হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, মুচি প্রভৃতিরা। এইসময় এঁরা পৈতে পরেন, শুদ্ধ বস্ত্রে হবিষ্যান্ন খান। ধর্মরাজের শিলামূর্তি গাজনের ভক্তরা ঘোড়ায় বসিয়ে স্নান করাতে নিয়ে যান। তখন শোভাযাত্রা যায়, ঠাকুরের জয়ধ্বনি করতে করতে। ধর্মঠাকুর পূজিত হন ঝোপঝাড় বা গাছতলায়। অবশ্য, উচ্চবর্ণের মানুষেরা অনেকক্ষেত্রে টিনের বা পাকা মন্দিরের ব্যবস্থা করেন। মূর্তি বলতে থাকে গোলাকার পাথর এবং মাটির হাতি–ঘোড়া। গোয়ালপাড়ায় ধর্মঠাকুরের মন্দিরেও সেই হাতি–ঘোড়াই আছে। ইনি মেঘরায় নামে পূজিত হন এখানে। এলাকার মানুষেরা বিশ্বাস করেন, এই দেবতা খুব জাগ্রত। তাই, তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সাদা ভেড়া, সাদা পাঁঠা, সাদা মুরগি বলি দেওয়া হয়। অনেকে মাটির ঘোড়া, হাতি দেন ঠাকুরকে।

ধর্মরাজের গাজনে তিনরকম ভক্তা। পাটভক্তা, সাধারণ ভক্তা, অনুষ্ঠান ভক্তা। মূল সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীরা হলেন পাটভক্তা, যাঁরা মানসিক করে ভক্তা হন তাঁরা সাধারণ ভক্তা। যাঁরা বাণ ফুঁড়িয়ে নাচেন, তাঁরা অনুষ্ঠান ভক্তা। এঁদেরকে বাণ ভক্তাও বলে। কর্মকাররা ভক্তার গায়ে বাণ ফুঁড়িয়ে দেন।

এসব শাস্ত্রকথা বাদ দিয়ে গাজন বিষয়ে নিজের কিছু স্মৃতি মনে আসে। মেদিনীপুরের গ্রামে ছোটবেলায় দেখতাম, সারা চৈত্র মাস একদল মানুষ মহাদেবের কাছে 'ভক্তা' থাকেন। অব্রাহ্মণেরা এই ভক্তা হন। সাধারণত মানৎ পূরণের জন্য এই ভক্তা সাজা। গলায় মোটা সুতোর পৈতে, পরণে গামছা বা ধুতি, গলায় আর একটা গামছা। তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘোরেন আর সিধা তোলেন। বাড়িতে গিয়ে পুজো করেন। পুজো শেষে বাড়ির পুরুষদের নাম করে 'হো হো' বলে একটা আওয়াজ তোলেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন মহাদেবের মন্দিরের সামনে হত গাজন। সেই রীতি এখনও চালু আছে।

খোদ কলকাতাতেও দেখেছি, বেশ কিছু গাজনতলা নামের জায়গা আছে। সেইসব জায়গায় এখন আর গাজন হয় না বটে, তবে নামটা গাজনের স্মৃতি বহন করছে। কলকাতার অনেক জায়গাতেই এখনও গাজনের ভক্তারা থাকেন। পৈতেধারী বহু রিক্সাওয়ালাকে দেখলাম এই ক'দিন। কলকাতার শহরতলিতে তো বহু জায়গায় গাজনের উৎসব হয়।

মুর্শিদাবাদে কান্দির রুদ্রদেবের গাজন খুব বিখ্যাত। সারারাত ধরে সে গাজন দেখেছি। সেই গাজন যেন গণহিস্টিরিয়া তৈরি করে মানুষের মনে। নারী–পুরুষকে উন্মাদের মতন আচরণ করতে দেখেছি। কোনো হিতাহিত জ্ঞান নেই। কেউ কেউ এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। যেন চোখের সামনে দেবতা এসেছেন। একসময় এখানে মড়ার খুলি নিয়ে নাচার চল ছিল। এখন অবশ্য সেই নাচ থাকলেও, মড়ার খুলি থাকে না।

বীরভূমে শান্তিনিকেতনের কাছে গোয়ালপাড়ার ধর্মরাজের গাজন দেখেছি। সেখানেও সেই উন্মাদনা। জোরে ঢাকের বাজনা বাজছে। বাজছে সানাই। তালে তালে সবাই নাচছেন। কাঁটা ঝোপ জড়িয়ে হাঁটছেন। কাঁটা ঝোপ থেকে ভক্তরা বুকটা সরিয়ে নেওয়ার পর কারোর কারোর বুক রক্তাক্ত হচ্ছে। ওদিকে কারোর নজর নেই। ঢাকের তালে তালে সবাই মাতোয়ারা। অল্পবয়সী একজন রক্ত ঝরা বুকে জল দিলেন। নানা বয়সের ভক্ত, তবে কাঁটা ঝোপ যাঁদের হাতে তাঁরা যুবক। বয়স্ক ভক্তরা মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ঢাকিদের বয়সও নানারকম। একজনের বয়স প্রায় ৭৫ বছর। উনি ঢাকি দলের প্রধান। তিনিই প্রথম ঢাক বাজান, তারপরে অন্যরা। একসঙ্গে এত ঢাক সচরাচর দেখা যায় না। ঢাকগুলো পালক দিয়ে সুন্দর করে সাজানো।

মোড়ের মাথায় খানিকটা নেচে, ঢাকিদের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মিছিলটা চলে গেল ধর্মরাজের মন্দিরের দিকে। গোয়ালপাড়া গ্রামেই ধর্মরাজের পাকা মন্দির। প্রতিবছর দোল পূর্ণিমার পরের পূর্ণিমায় দু'দিন ধরে এখানে ধর্মরাজের গাজনের মেলা বসে। এই মেলা 'শিয়ালা–গোয়ালপাড়া ধর্মরাজের মেলা' নামে পরিচিত।

ফেরার সময় গোয়ালপাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানে দেখা হয়েছিল সেই বয়স্ক ঢাকির সঙ্গে। এই মোড়ের একটা রাস্তা গেছে কোপাই নদীর তীরে। সেই রাস্তা গেছে সিউড়ি। আর একটি রাস্তা গেছে শান্তিনিকেতন। এখান থেকে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব আনুমানিক পাঁচ কি.মি। আর একটি রাস্তা গেছে গোয়ালপাড়ায় ধর্মরাজের মন্দির। সিউড়ির দিক থেকে একটা বাস হু হু করে চলে গেল বোলপুরের দিকে।

তিনমাথার মোড়ে ৭৫ বছরের ঢাকি, সেই সুনীল দাস চা খেতে এসেছিলেন। না, তিনি একা নয়, তাঁর সঙ্গীরাও এসেছিলেন সেখানে। দোকানে ঢোকামাত্র সুনীলবাবুর আপ্যায়ণ শুরু করলেন দোকানী। প্রথমেই ঠান্ডা জল। জাতিতে রুইদাস। সুনীলবাবুদের জাতপেশা চামড়ার কাজ। কিন্তু তিনি ধর্মরাজের সেবায়েত। তাঁর কাজ ঠাকুরের কাছে ঢাক বাজানো। এর বিনিময়ে তিনি দেবোত্তর কিছু জমি পেয়েছেন চাষের জন্য। সেই জমি চাষ করে, আর পুজো প্যান্ডেলে ঢাক বাজিয়ে তাঁর সংসার চলে যায়। কলকাতায়ও তিনি ডাক পান। তাঁর এক যুবক সঙ্গী উচ্ছসিত হয়ে বললেন, 'দাদুর ঢাক কথা বলে।'

দাদুর ঢাক বলে শুধু নয়, আমার মনে হয়, চৈত্র মাস এসে গেলে সারা বাংলা যেন একবার জেগে ওঠে। সারা বাংলা যেন কথা বলে। সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে মিলিয়ে দেওয়ার এই উৎসব আরো জীবন্ত হয়ে উঠুক। একটা হতাশা ঘিরে ধরে, আগের সেই গৌরব, আগের সেই উচ্ছাসটা কোথাও যেন কমছে।

মন্ডল জমিদারদের গোষ্ঠ উৎসব

রঞ্জন মন্ডল মুখোপাধ্যায়

চৈত্র অবসানে এবং নববর্ষের প্রারম্ভে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধর্মীয় ও লৌকিক আচার অনুষ্ঠান পালিত হয় মহা সাড়ম্বরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানার অন্তর্গত বাওয়ালিতে মন্ডল জমিদারদের ঐতিহ্যশালী গোষ্ঠ পূজা ও মেলা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

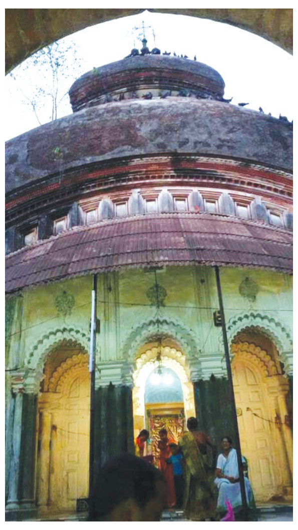

কি এই গোষ্ঠ উৎসব? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুলির অন্যতম হল গোষ্ঠ লীলা। পুরাণ মতে, রাখাল রাজা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ১০৮ গোপিনী সহ গো–মাতাদের নিয়ে গ্রামের উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হয়ে যে, বিচিত্র লীলা খেলায় মেতে উঠতেন, তাই হিন্দুশাস্ত্রে গোষ্ঠলীলা নামে পরিচিত। এই লীলা খেলার সাক্ষী হতেন, গ্রামের আপামর আধিবাসীবৃন্দ।

বাওয়ালি মন্ডল পরিবারের আরাধ্য দেবতা গোপীনাথ জিউ–এর পূজা হল গোষ্ঠ উৎসব, যা প্রায় ২৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পালিত হয়ে আসছে, গোপীনাথ জিউএর আমন্ত্রণে তাঁর সহোদর যথাক্রমে রাধাবল্লভ জিউ, রাধাকান্ত জিউ, গোবিন্দ জী, জগন্নাথ–বলরাম (এই বিগ্রহ গুলি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে), নারায়ণ রূপ শালগ্রাম শিলা সহ প্রায় ১৮টি দেবতার পূজার্চনা হয় নববর্ষের প্রথম দিনটিতে।

এবার সংক্ষেপে বাওয়ালির মন্ডল জমিদারদের আরাধ্য দেবতা ও মন্দিরের ওপর আলোপাত করা যাক। মোঘল আমলে বাওয়ালিতে জমিদারি পত্তন করেন মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ভক্ত মন্ডলরা। ১১৭৮ সনে হরানন্দ মন্ডলের উদ্যোগে শ্রীশ্রী রাধাকান্ত দেবের মন্দিরটি স্থাপিত। এরপর ১২০১ সনে সাদা–কালো ইতালিয়ান মার্বেল পাথরে নয় চূড়া বিশিষ্ট রাধা গোপীনাথ জিউ এর মন্দিরটি স্থাপিত হয় যেটি দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরের দেড়গুণ উচ্চতা বিশিষ্ট মন্দির। এই মন্দিরে দুর্লভ কষ্টি পাথরের কৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর রাধারানীর অসাধারণ বিগ্রহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১২৬৫ সালে রাধাবল্লভ জিউ মন্দির স্থাপিত হয়েছিল।

কথিত আছে, একসময়ে বাওয়ালিকে বলা হত গুপ্ত বৃন্দাবন। গঙ্গাসাগর মেলায় যাত্রার আগে, সন্ন্যাসীরা এখানকার মন্দির দর্শন না করে, কপিল মুনির মন্দিরে যেতেন না। পূর্বে কার্তিক মাসের মেলা 'বনগোষ্ঠ' বলেই পরিচিত ছিল। কিন্তু গোবিন্দজীর প্রত্যাদেশ মতোই জমিদার মানিক মন্ডল ১লা বৈশাখ (পূণ্যাহের সময়) শুরু করলেন গোষ্ঠ মেলা। এখান থেকেই সমস্ত ২৪ পরগনায় ছড়িয়ে পড়ে এই গোষ্ঠ উৎসব ও মেলা।

জমিদারি আমলে মহা সাড়ম্বরে পালিত হত গোষ্ঠ উৎসব। আভিজাত্য ও বনেদিয়ানার ছোঁয়া ছিল প্রতিটি উপাচারে। রুপোর বাসনে ভগবানের জন্য ভোগ নিবেদিত হত। গোপীবল্লভের অত্যন্ত প্রিয় দুগ্ধজাত ক্ষীর, সর, তালছানা, ক্ষীর ছ্যাপরা, ননী, হাঁড়ি সহ নানারকম মিষ্টান্ন পরিবেশিত হত। মেলার পরিধিও ছিল বিশাল।

কিন্তু কালের স্রোতে ভাঁটা পড়েছে সেই আতিশয্যে। সীমিত সাধ্যের মধ্যে আজও আন্তরিকতার সঙ্গে পালিত হয়ে চলেছে জমিদার পরিবারের গোষ্ঠ পূজা।

নববর্ষের পুণ্যপ্রাতে নিত্য সেবা পূজার পর বেলা ১১ ঘটিকায় শুরু হয় বিরাট ভোজ। এর দুটি পর্ব— প্রথম পর্বে দেবতাদের আতপ চাল, ফল, মিষ্টান্ন দ্রব্য নৈবেদ্য প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে, দুপুর ২ ঘটিকায় লুচি ও বিভিন্ন তরিতরকারি সহযোগে ভোগরাজ নৈবেদ্য অর্পণ করা হয়।

বিকেল ৫ ঘটিকায় শুরু হয় গোষ্ঠ পূজা। গ্রামের মধ্যস্থলে উন্মুক্ত আকাশের নীচে সকল বিগ্রহ অধিষ্ঠিত হন একসাথে গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে তাদের প্রিয় গোপীবল্লভের জন্য। আসে ডালা ভর্তি ফল ও মিষ্টান্নের নৈবেদ্য। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্তিভাবের সঙ্গে সমগ্র দেবতাগণের পূজা ও সন্ধ্যারতি করা হয়। সঙ্গে চলে মনস্কামনা পুরণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হরিলুঠের বাতাসা বিলি। ঢাক ঢোল, কাঁসর, ঘন্টা, শঙ্খধ্বনি আর কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। ভগবান ও ভক্তের এই অভূতপূর্ব মিলনে ও ভাবাবেগে সত্যি সত্যিই কিছু সময়ের জন্য ক্ষুদ্র বৃন্দাবন হয়ে ওঠে বাওয়ালির এই পুণ্যভূমি।

লবণাক্ত অঞ্চলে প্রথম জৈব বীজ খামার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ৯ এপ্রিল দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–২ পঞ্চায়েতের হেলিকপ্টার মোড় এলাকায় বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে লবণাক্ত অঞ্চলে রাজ্যের প্রথম জৈব বীজ খামার শুভ উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রজ্যে কৃষি দফতরের ডিরেক্টর পুলক সরকার, স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, বিডিও কিংশুক চন্দ, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, ইনহানা অর্গানিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা বিজ্ঞানী ডঃ ফাল্গুনী দাস বিশ্বাস, অধ্যাপক ধরণী ধর পাত্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেন রাজ্যে ১৯৩টি ফার্ম আছে। তবে সুন্দরবনের লবণাক্ত অঞ্চলে রাজ্যের প্রথম জৈব বীজ খামার উদ্বোধন হল। সুন্দরবন অ্যাগ্রো ইকোসিস্টেমের জীব বৈচিত্র রক্ষায় আধুনিক জৈব চাষের বিজ্ঞান সম্মত উদ্যোগ ইনহানা র‍্যাশনাল ফার্মিং প্রযুক্তির সহযোগিতায় ক্যানিং ব্লক সিড ফার্মে উন্নত জৈব বীজ, সুসংবদ্ধ জৈব চাষ এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণ গড়ে উঠবে। ফলে উপকৃত হবে হাজার হাজার চাষি বন্ধু। মন্ত্রী আরও বলেন আবহাওয়ার পরিবর্তন রোধে কৃষি ক্ষেত্রে জৈব চাষের ব্যবহার এক কার্যকরী পদক্ষেপ। জৈব পদ্ধতিতে চাষ একদিকে গাছের সহনশীলতা বাড়ায় প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে লড়াই করার জন্য, তেমনি অপরদিকে মাটির উর্বরতা ও সামগ্রিকভাবে কৃষিজ বাস্তুতন্ত্রের গুণমান বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসলের গুনগত উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই জৈব খামার তৈরির প্রাথমিক পর্যায়ে কচুরিপানা, আগাছা ইত্যাদি দিয়ে নভকম জৈব সার তৈরির পদ্ধতি ব্যবহার করে মাত্র ২১ দিনে উন্নত জৈব সার খামারের মধ্যে তৈরি করা হবে মাটির গুণমানের উন্নতির জন্য। অন্যদিকে ইনহানার পদ্ধতিতে গাছের কর্মক্ষমতা লক্ষ্যে কাজ করা হবে। যা গাছের খাদ্য গ্রহণ ও রোগে প্রকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাড়িতে তুলতে সাহায্য করবে। এমনকি জৈব চাষের প্রশংসাপত্র পাওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পূর্ণেন্দুবাবু বলেন এই ফার্মে যা তৈরি হবে তা অর্গানিক ৩৫ হবে। যা ভারতবর্ষের আর কোছাও নেই। প্রাথমিক ভাবে দুধেশ্বর ও বাঁশকাঠি এই দুটি জনপ্রিয় ধানের বীজ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এই ফার্মে। এছাড়া সব ধরনের ভাল সবজির বীজ ও বিভিন্ন ফলের চারা জৈব পদ্ধতি তৈরি হবে। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনহানা অর্গানিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মধ্যে সাক্ষরিত মউ–এর রূপরেখা অনুসারে জৈব বীজ তৈরির এই খামারের মাধ্যমে সুন্দরবনের চাষি ভাইদের জন্য এক সুসংবদ্ধ চাষ পদ্ধতি গড়ে তোলার বৃহৎ কর্মকান্ডের এক প্রাথমিক পদক্ষেপ। এমনকি সুন্দরবনে নারকেল ও সুপারি গাছের জৈব বীজ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। শ্যামল মন্ডল বলেন ১৯.৭ একর জমিতে রাজ্যের প্রথম জৈব বীজ খামার উদ্বোধন হল। ফলে ক্যানিং ব্লক সীড ফার্মের মাধ্যমে উপকৃত হবে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিরা। উন্নতমানের বীজ তৈরি হবে এই ফার্মে এবং জৈব বীজ বিষয়ে বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হবে এখানে। তিনি জানান ক্যানিং মহকুমার চাষিদের জন্য হিমঘর ও কিষাণ বাজারের প্রস্তাব বিভাগীয় দফতরে পাঠানো হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ান জবাফুল ফুটিয়ে তাক লাগিয়েছেন চিন্ময়

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার নার্সারি শিল্পের গ্রাম নোদাখালি থানার মুচিশার উমেদপুরে অস্ট্রেলিয়ান প্রজাতির নানাবাহারি জবাফুলের গাছ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন চিন্ময় সাউ। সম্প্রতি তাঁর বাগানে গিয়ে চোখে পড়ল ২০টি ভিন্ন ভিন্ন রঙের জবাফুলের গাছ। প্লাস্টিকের ৬ ইঞ্চি টপে থরে থরে সাজানো আছে জবা গাছ। অপূর্ব সব জবার বাহারি রঙ আপনাকে আকর্ষণ করবেই।

ভারতীয় প্রজাতির নানা ধরনের জবা সাধারণত দেখে থাকি। কিন্তু এই অস্ট্রেলিয়ান প্রজাতির জবা একেবারেই লেটেস্ট। কিন্তু কিভাবে সম্ভব হল এই অসাধারণ সৃষ্টির? নার্সারির মালিক চিন্ময় সাউ জানালেন অস্ট্রেলিয়া থেকে 'মাদার' জবা গাছ আনা হয়েছে। তারপর 'গ্রাফটিং' পদ্ধতিতে ভারতীয় প্রজাতির জবা গাছের জোড় দিয়ে এই গাড় তৈরি করা হয়েছে। গ্রাফটিং পদ্ধতিটা কি? অস্ট্রেলিয়ান প্রজাতির গাছের ছোট অংশের শেষ দিকে 'ভি' আকৃতি করে কাটা হয়, ওই অংশে ভারতীয় প্রজাতির গাছের অংশে ঢুকিয়ে পলিথিন দিয়ে টাইট করে বেঁধে দেওয়া হয়। এয়ার টাইট করে বাঁধতে হয়। একমাস পর নতুন গাছের শিকড় বের হয়। ৬ মাসের মধ্যেই গাছে ফুল এসে যায়। এক একটি গাছ ২ বছর পর্যন্ত ফুল দেয়। সকাল বেলা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ফুল ফুটে থাকে। গাছের পরিচর্যা সম্পর্কে চিন্ময়বাবু বলেন, নিমখোল ও হাড়গুড়ো এবং পরিমাণ মতো জল দিতে হবে।

মাটি ও মানুষ

সামাজিক প্রকল্পের কাজ পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : তপশিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক ও কৃষি বিকাশ কেন্দ্র গেঁটে গাড়ি পলাশি ধনিয়াখালি হুগলির অন্তর্গত ৬৫০০ কর্মীর স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের কাজে সহায়তার জন্য গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সংস্থার সম্পাদক সৌমেন কোলেকে বিজ্ঞান ভবনে ইন্ডিয়ান ব্রেভবার্ট–এর উদ্যোগে ন্যাশনাল গৌরব অ্যাওয়ার্ড ২০১৬ পুরস্কার প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় মুক্তার আব্বাস নকভি এই পুরস্কার তুলে দেন সৌমনেবাবুর হাতে। এই সংস্থা মূলত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন— স্বচ্ছ ভারত অভিযান, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, কৃষি প্রযুক্তি, কন্যাশ্রী প্রকল্প, নির্মল বাংলা অভিযান, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, যুবশ্রী প্রভৃতি প্রকল্পের কাজ সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছে। বর্তমানে দিল্লি সহ উত্তর–পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই সংস্থার কাজ শুরু হয়েছে। যদিও এই সংস্থার নামে বহু অভিযোগ আছে। এ বিষয়ে সংস্থার সম্পাদক সৌমেন কোলে সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, 'গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ কলকাতা উচ্চ আদালত নির্দেশ দেয় কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র বা তপশিল জাতি আদিবাসি প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ কেন্দ্রের নাম করে সৌমেন কোলে ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি খবরের কাগজ বা টিভি চ্যানেলে কোনও খবর বা বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না।' এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। এবং এ বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে সংস্থার কাজকর্ম চালানোর জন্য সম্পূর্ণ সহযোগিতার কথা চিঠি মারফৎ জানানো হয়েছে বলে জানান সৌমেনবাবু।

জৈব কৃষির ক্ষেত্রে উপকরণ ও পদ্ধতি

পঞ্চগব্য

পচা গোবর	৪ কেজি।
টাটকা গোবর	১ কেজি।
গোমূত্র	৩ লিটার।
গরুর দুধ	২ লিটার।
দই	২ লিটার।
দেশি গরুর ঘি	১ কেজি।

উপকরণগুলি একত্রে মিশিয়ে ৭ দিন পচাতে হবে এবং দিনে দুবার করে নাড়াতে হবে। ৩ লিটার পঞ্চগব্য জলে মিশিয়ে তরলীভূত করে মাটিতে স্প্রে করা যায়। এইরকম ২০ লিটার মিশ্রণ এক একর জমির মাটি সেচের জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলেই যথেষ্ট। বীজ শোধনের জন্যও পঞ্চগব্য কার্যকরী। সে ক্ষেত্রে বপনের ২০ মিনিট আগে ভেজাতে হবে।

সমৃদ্ধ পঞ্চগব্য দশগব্য

পঞ্চগব্য প্রস্তুত করার মতো একই পদ্ধতিতে দশগব্য প্রস্তুত করা হয়।

টাটকা গোবর	১ কেজি।
গোমূত্র	৩ লিটার।
দই	২ লিটার।
দেশী গরুর ঘি	১ কেজি।
আখের রস	৩ লিটার।
ডাবের জল	৩ লিটার।
চটকানো পাকা কলা	১২টি।

পঞ্চগব্যের ভৌত–রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

রাসায়নিক গঠন

পি. এইচ	৫.৪৫
ই.সি.(ভিএস/বর্গ মি)	১০.২২
নাইট্রোজেন (পিপিএম)	২২৯
ফসফরাস (পিপিএম)	২০৯
পটাশ (পিপিএম)	২৩২
সোডিয়াম	৯০
ক্যালসিয়াম	২৫
আই.এ.এ. (পিপিএম)	৮.৫
জি.এ. (পিপিএম)	৩.৫

জীবানুর উপস্থিতি

ছত্রাক	৩৮৮০০/মি.লি.
ব্যাকটেরিয়া	১৮৮০০০০/মি.লি.
ল্যাক্টোব্যসিলাস	২২৬০০০০/মি.লি.
মোট অ্যানারোবস	১০০০০/মি.লি
অম্ল উৎপাদক	৩৬০/মি.লি
মিথানোজেন	২৫০/মি.লি.

মাঙ্গলিকী

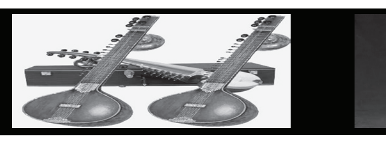

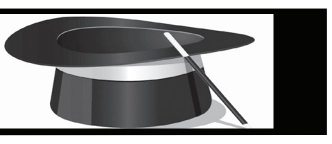

‘যদি হয় সুজন’ শুভ প্রত্যাশার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন’জন’—ঠিক তাই— গত ১০ই মার্চ রাণীকুঠিতে বসেছিল সাহিত্য পত্রিকা শুভ প্রত্যাশার সাহিত্য সংস্কৃতির আসর। আসর বসেছিল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বুদ্ধদেব নাগ মজুমদারের বাসভবনে এক ছোট্ট অথচ সুসজ্জিত বসার ঘরে। কবি–সাহিত্যিক শিল্পীবৃন্দের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ‘৯’— অতি উষ্ণ পরিবেশে আসর হওয়ার জন্যে মনেই হল না আসরে উপস্থিত খালি ৯ জন— তবে এটাই হল গিয়ে আবার ৯–এর জাদু (জাদুকরেরা জানেন!) আসর সঞ্চালনায় ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার। সকলকে স্বাগতঃ জানিয়ে বললেন, কিছুদিনের মধ্যে শুভ প্রত্যাশার নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে। যাঁরা লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানালেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা হল আসরে প্রথম আগতঃ বনানী ব্যানার্জীর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে। তিনি পরে আরও গান শোনান। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত্তি করলেন দেশ সাহিত্য পত্রিকায় ৬০–এর দশকে প্রকাশিত জনৈক কবির (নাম ভুলে গেছেন) অনবদ্য কবিতা, ‘মেঘে ডেকেছে’। শেফালি সরকার পাঠ করলেন তাঁর স্মৃতিমেদুর স্বরচিত কবিতা ‘আবার দেখা’ ও কাব্যরস সমৃদ্ধ সংলাপ, ‘মেঘ বালিকা’। ভাল লাগলো সুবল চন্দ্র দত্তর কবিতা, ‘জীবন’। লিপিকা দে বেশ কিছু লোকগীতি শোনালেন। এছাড়াও শোনালেন তাঁর রোমান্টিক কবিতা, ‘তোমায় ভালবেসে’। বুদ্ধদেব নাগ মজুমদারও শোনালেন বেশ কিছু কবিতা। এর মধ্যে কাহিনীধর্মী কবিতা ‘মার হাসি, ছেলেটি ভাল হল’ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে— অভাবী মা দুর্জয় লড়াইয়ের মাধ্যমে কর্কট রোগাক্রান্ত ছেলেকে সুস্থ করে তোলেন, সুন্দর বর্ণনাধর্মী কবিতা। আরও শুনিয়েছেন মননশীল কবিতা, ‘বর্ষার অরণ্যে’। অরূপ ভট্টাচার্য পাঠ করলেন তাঁর রম্য রচনা ‘ইয়ে’। বিষয়বস্তু ভালো হলেও অশ্লীল শব্দ ব্যবহারে লেখাটি দূষিত। সুলেখক সুকুমার মন্ডল লেখাটির গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সেটাই ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিলেন। লেখকও সেটি খোলা মনে গ্রহণ করলেন ও বললেন তিনি লেখাটি আবার নতুন করে লিখবেন— অভিনন্দন অরূপ ভট্টাচার্যকে, ‘বিরূপ সমালোচনা’ খোলা মনে (‘তোমার খোলা হাওয়ায়’) গ্রহণ করার জন্য। সুকুমার মন্ডল এই প্রতিবেদকের বিশেষ অনুরোধে তাঁর দুর্দান্ত অণু রম্য রচনা ‘চিঠি’–র ‘কথোপকথন’ হিসাবে বললেন, আসরে হাসির ‘আলো’ জ্বলে উঠলো। পরে শোনালেন প্রাকৃতিক বর্ণনা সমৃদ্ধ মন ছোঁয়া রচনা, ‘সুন্দরবনের নদী বাঁকে’। পত্রিকার সহ সম্পাদিকা সোনালি নাগ মজুমদারের রাগমিশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীত ‘অশ্রুনদীর সুদূর পাড়ে’–র অনবদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে আসরের সমাপ্তি টানা হল। তবে তার আগে সোনালিদেবী আসরের ‘জননী’ হিসাবে জলযোগের মাধ্যমে সকলকে করে নিলেন পরিবারের আপনজন’...

বিভূতি লাহার শতবর্ষ ও সুচিত্রা সেনকে নিয়ে নন্দনের শ্রদ্ধা

শ্রেয়সী ঘোষ : অগ্রদূত গোষ্ঠীর কর্ণধার বিভূতি লাহা জন্ম শতবর্ষকে মনে রেখে এবং নায়িকা সুচিত্রা সেনের জন্মদিন ৬ এপ্রিলকে সামনে রেখে গত ৭ এপ্রিল নন্দন কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছিলেন এক স্মরণানুষ্ঠানের। নন্দন–২ প্রেক্ষাগৃহে সেই স্মরণানুষ্ঠানের লাহার সাহিত্যপ্রীতি ও সঙ্গীতপ্রীতি এই প্রসঙ্গে এল বৈকি। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করলেন শঙ্কর। কারণ বিভূতি লাহার হাত ধরেই শঙ্কর ‘বাদশা’ ছবিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বাল্যকালে।

‘বাদশা’ ছবির ‘শোন শোন শোন মজার কথা ভাই’ গানের

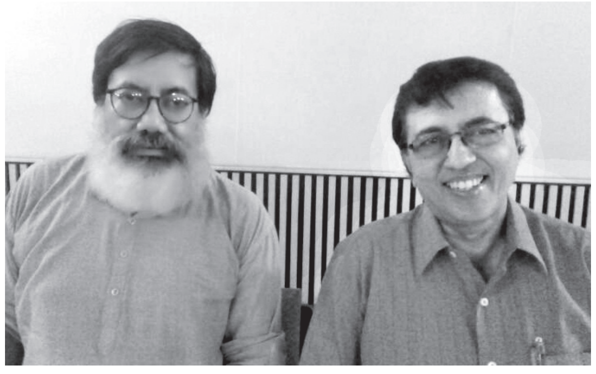

দুই বক্তা, সাংবাদিক ও লেখক শিলাদিত্য সেন ও অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ

শুরুতে দেখানো হল অগ্রদূত পরিচালিত ‘অগ্নিপরীক্ষা’ এবং শেষে দেখানো হল ‘বিপাশা’। দুটিরই নায়িকা সুচিত্রা। মাঝের সময়টিতে আলোচনা চক্রে অংশ নিলেন প্রখ্যাত চলচিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক শিলাদিত্য সেন।

শঙ্কর ঘোষ বিভূতি লাহার চলচিত্র জীবনের নানা দিকে তাঁর আলোচনায় তুলে ধরলেন। ‘অগ্নিপরীক্ষা’ ছবির সময়ে তিনি কিভাবে সুচিত্র উত্তমকে তারকায়িত করেছিলেন। সেই সব প্রসঙ্গ উঠে এলো স্বাভাবিকভাবেই। বিভূতি খানিকটা শোনালেন শঙ্কর। তাঁর আলোচনার মধ্যেই এলো বাবলা, লালুভুলু, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সবার উপরে, পথে হল দেরী, উত্তরায়ণ, কুহক, ছদ্মবেশী প্রভৃতি ছবির কথা। দ্বিতীয় বক্তা শিলাদিত্য সেন ‘সুচিত্রার কথা’ শিরোনামে তাঁর আলোচনায় সুচিত্রার নায়িকা জীবনের সাফল্য সম্পর্কে নানা দিক তুলে ধরলেন। সুচিত্রা অভিনীত বিভিন্ন ছবির প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এলো। দুটি আলোচনাই হয়েছিল মনোজ্ঞ। দর্শকদের প্রাপ্তির ভান্ডার তখন পরিপূর্ণ। আলোচনা চক্রটি যে সাফল্যমন্ডিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

ভুল সংশোধন

গত ৮ এপ্রিল–১৪ এপ্রিল আলিপুর বার্তার মাঙ্গলিকীর পাতায় যে ‘ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মরণ সভা’–র আগাম সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে অনুষ্ঠানের প্রধান নির্দেশক ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের মোবাইল নাম্বারে ভুল ঘটে গিয়েছে। ডঃ বর্ধনের মোবাইল নাম্বার হবে ৯৪৩৩১৩৫৫৬৫। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সুললিত পয়ার ছন্দে বাল্মীক রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী

বাংলা ভাষায় এই প্রথম

কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ নয়।
প্রত্যেক বাঙালির ঘরে রাখার যোগ্য বই
৮৫৬ পৃষ্ঠা মূল্য ৫০০ টাকা
প্রাপ্তি স্থান – লেখক, এইচ২/১১৪ শকুন্তলা পার্ক,
কলকাতা – ৭০০ ০৬১ (মো) ৯৬৭৪৫০৮৬৪১
হাতে নিলে ২০% ছাড় দোকানে ৩০% ছাড়।

সোনালী সন্ধ্যা সংগীতানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি হুগলির ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লি পশ্চিমপাড়া জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির পরিচালনায় এক ‘সোনালী সন্ধ্যা’ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার

দরুণ দর্শক মনে দারুন সাড়া ফেলে। মঞ্চে বিভিন্ন বয়সের শিল্পীদের গান ও নাচের অনুষ্ঠানটি ছিল অনবদ্য। এরপর মঞ্চে সংবর্ধিত করা হয় জি–বাংলার সারেগামা খ্যাত খ্যাতিসম্পন্ন খোলবাদক হরেকৃষ্ণ হালদারকে। তিনি খোল বাজিয়ে শ্রোতাদের সুরের নেশায় মাতিয়ে দেন। এদিন মঞ্চে ভদ্রেশ্বর পুরসভার স্থানীয় সংলগ্ন এলাকার কাউন্সিলার অমল চৌধুরী ও বাপি মালিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠনটি মূলত বাংলাগানের তাগিদেই নামকরণ হয় ‘নিরাজনা’। সংস্থার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সংগীতশিল্পী কণিকা দাস এছাড়া সহযোগিতা করেন শ্যামল চক্রবর্তী ও নীলাঞ্জন গুপ্ত বিশ্বাস। তবে আবার এরকম সঙ্গীত সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার আশ্বাস দেন সদস্যরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভবে সঞ্চালনা করেন আকাশবাণীর ঘোষিকা স্মিতা গুপ্ত বিশ্বাস। শুধুমাত্র নাচ ও গানের মাধ্যমে কয়েক ঘন্টা শ্রোতাদের যেভাবে আবিষ্ট করে রাখলেন শিল্পীরা তা এককথায় অনবদ্য।

গোবরডাঙ্গার রঙ্গ মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ‘গোবরডাঙ্গা রঙ্গ মহোৎসব’। গত ২৬ মার্চ সকাল ১০টায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও সেমিনারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন সংলগ্ন নিবেদিতা শিশু তীর্থ স্কুলের মঞ্চে সেমিনারের বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভাবনা থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদক অভীক ভট্টাচার্য, সোমনাথ রাহা, জীবন অধিকারী, মহঃ সেলিম ও জয়দীপ বিশ্বাস। সেমিনারের সঞ্চালক ছিলেন নিবেদিতা শিশু তীর্থের প্রাণপুরুষ শান্তনু দে। সেমিনারের বিষয় ছিল ‘এই সময়ের মফঃস্বলের থিয়েটার ও দর্শক’।

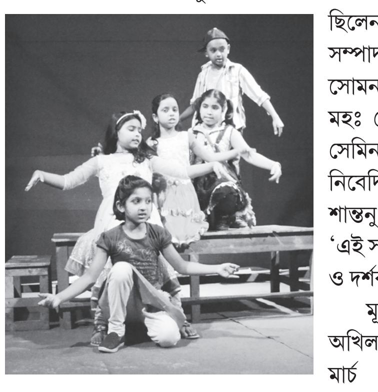

মূল মঞ্চ অর্থাৎ সরকারপাড়া অখিলপল্লী ‘মুক্তধারা’ মঞ্চে ২৭ মার্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে নাটকের সূচনা করেন প্রাক্তন শিক্ষক ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য্য। প্রথম দিনের নাটকগুলির মধ্যে শেষ নাটক অভিনিত হয় উদীচী গোবরডাঙ্গার ‘সোন্দরী কথা’। রচনা সেলিম আলদিন, নির্দেশনা জয়দীপ বিশ্বাস। মর্মস্পর্শি এই নাটকটি দর্শকদের প্রাণ ছুঁয়ে যায়।

২৮ মার্চ, সকাল ১১টায় মেদিয়া ছাত্রকল্যাণ সমিতির অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় দুটি নাটক। একটি বিবেকবীথি শিশু শিক্ষা নিকেতনের শিশু নাটক ‘উকিলের বুদ্ধি’। রচনা সুকুমার রায় নির্দেশনা মৌসুমী দে। দ্বিতীয় নাটকটি রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ‘দুর্গা বিভ্রাট’। রচনা ও নির্দেশনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। এই লোক–ধর্মী শিশু কিশোর প্রযোজনা উপস্থিত সকল দর্শককে অভিভূত করেছে। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় নাটক গোবরডাঙ্গা স্বপ্নচরের প্রযোজনা ‘কুজ্ঝটিকা’। রচনা ও নির্দেশনা মহঃ সেলিম। দ্বিতীয় নাটকটি পরিবেশন করে হালিশহরের ‘রং তাল থিয়েটার’। মানব পুতুল আঙ্গিকে নির্মিত নাটক ‘ভাগ্যলক্ষ্মী’ অগণিত দর্শকদের মন জয় করে।

শেষ দিন ২৯ মার্চ কিংবদন্তী নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তীকে ‘গুরু প্রণাম’ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রকাশ ভট্টাচার্য, আশিস চট্টোপাধ্যায়, আশিস দাস, অভি চক্রবর্তী, দীপান্বিতা বণিক দাস, দীপা ব্রহ্ম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বিভাসবাবু তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার এই গোবরডাঙ্গা রঙ্গ মহোৎসব’–এ এসে আমি অভিভূত। এরা থিয়েটারকে ইট–কাঠ–পাথরের অট্টালিকার শহর থেকে গ্রামের অন্দরে খেটে খাওয়া মানুষের কাছে নিয়ে এসেছে। এইদিন প্রথম নাটক পরিবেশন করে দমদম–এর ক্যানডিড থিয়েটার তাদের নাটক ‘বর্ণ বিপর্যয়’। শেষ নাটক গোবরডাঙ্গা রেপার্টরি থিয়েটারের ‘মহাভারতের যুদ্ধ’। এই গোবরডাঙ্গা রঙ্গ মহোৎসবের প্রতিটি দিন দর্শকের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মত। ছিল ডিরেক্টরস্ মিট, যেখানে দর্শকরা সরাসরি পরিচালকের সঙ্গে প্রযোজনা নিয়ে প্রশ্ন করেন। ছিল দর্শকের মতামত নেওয়ার ব্যবস্থাও। ছিল থিয়েটারের বিষয়ে বিভিন্ন বই ও পত্র পত্রিকার ষ্টল।

বসন্তের বার্তা

রূপালী বিশ্বাস

শাশ্বত এই কণ্ঠ জুড়ে
গাইবো ফাগুন গান
দোদুল দোলায় বাজছে দেখ
দোলের কলতান
শিশু যুবক বৃদ্ধ সবে
আবীর রঙে মাতো
মনের কালি জলাঞ্জলী
জমে ছিল যত
ফাগুন বেলা কণ্ঠ মেলা
কোকিলের কুহু তানে
কৃষ্ণচূড়া প্রেমের খেলা
লাল ফুলের ওই বনে!
স্বচ্ছ আকাশ টানটান আজ
বড় খুশীর দিন,
সুখের মাঝে দুঃখ আঘাত
মিলে মিশে হোক লীন।
(উত্তরপাড়া, হুগলী)

বিষণ্ণ বসন্ত

শেফালী সরকার

গাছে সবুজ কচি পাতা
সময়টা বুঝি বসন্তকাল
কারখানার গেটে বিশাল তালা
সকাল আটটায় পড়ন্ত বিকাল।
স্বপ্নের সাজানো ঘর
বুঝি ভেঙে হবে চুরমার
হিমস্রোত নামে মেরুদণ্ড বেয়ে
পৃথিবীটা কালো মেঘে গেছে ছেয়ে।
অঙ্গ কাঁপে থর থর অজানা আশঙ্কায়
ভাবনাগুলি বাঁধা পড়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায়
রাত্রের শেষ ট্রেন ছুটে যায় বহুদূরে
দায়ীত্বের পিছুটান ঘা মারে হৃদয়–গভীরে।
অনিশ্চিত ভবিষ্যত হাতছানি দেয়
বসন্তের দিনগুলি বিবর্ণ হয়ে যায়
প্রিয় সব মুখগুলি ভাসে চারিদিকে,
নতুন করে গড়তে হবে জীবনটাকে।
(মুর এভিন্যু, কোলকাতা–৪০)

বিবেক বাণী

মালতী প্রামাণিক

আপন হতে আপনি এসেছো
ভারতের ভার স্কন্ধে বয়েছো
গুরুর বাক্য মেনে –
মুচি–মেথরের আপনার জন
ভাগ্য ভীরু ভীত দীনহীন
জাগে তব বাণী শুনে –
বলীয়ান বিলে যুক্তি প্রমাণে
টলালে গলালে জাগালে জাতিকে
হও নাই লক্ষ্যভ্রষ্ট
শিব জ্ঞানে জীব সেবায়
শিব সুন্দর তুষ্ট
ভারতপ্রাণ প্রতিষ্ঠা তরে প্রাচ্য প্রাতীচ্যে
ভারতভূমির স্থান করে দিলে সবার সু–উচ্চে
(জি–প্লট, পাথর প্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

সুখের পরশ

কানন পোড়ে

সৃষ্টিতত্ত্বে আপাদমস্তক রক্ত কাদা
পুঁজির উত্থান, যা অলৌকিক তত্ব
আজ তাতা কোনও প্রাণসত্বা নেই
সুনির্দিষ্ট সঙ্গায়িত ধারা ....

দুঃস্বপ্নের হাওয়া নিয়তির কালস্রোত
স্বপ্নের পৃথিবী পুড়ে মৃত পরিবেশ
মুক্ত অর্থনীতি – জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ....
নিরাপত্তাহীন বহু প্রান্তিক মানুষ –
(বারুইপুর, কল–১৪৪)

সত্বার অধিকার

অশোক কুমার পাত্র

পাঁচটি বছর পরে
নমিতা আবার ফেরে সূর্যপুরে
কোলে তার ভাগ্যহীন শিশু
লড়াইটা তাই জেগে থাকে প্রতিদিন
শ্বশুরের ছেলে তাকে করেনি আপন
সোহাগের চেয়ে বেশী করেছে শাসন।

স্বপ্নগুলো ছেড়ে গেছে যুবতীর শরীর
ডুব জলে খুঁজে ফেরে নিঃসীম তীর,
বেলা হলে ফিরে যায় সব প্রজাপতি
ফুলের নজর তাই ফলটার প্রতি
নারীকেও সৌন্দর্যে প্রতিমা করে
যখন সে চুমু দেয় শিশুর অধরে।
(পাথরপ্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

তামস

বিশ্বেশ্বর রায়

কী দ্রুততায় বদলে যাচ্ছে আমার স্বদেশ
নদী–গিরি–সিন্ধু–মরু – ভূগোল
উর্বরা তিন ফসলী ভূমি, পুঁইমাচা,
ধানের গোলা, তুলসী মঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ।

কী দ্রুততায় বদলে যাচ্ছে মানুষগুলো
বিচ্ছিন্ন, সন্দিগ্ধ, শীতল মেরুবাসী।
রোদ্দুরে বাড়ায় না হাত, উষ্ণতার
যূপকাষ্ঠে নেই কোনো আত্মা বলিদান।

কী দ্রুততায় বদলে যাচ্ছে সময়
উষ্ণায়ন, আহ্নিক–বার্ষিক গতি,
সময়ের শবদেহ মাড়িয়ে দুপায়ে
উঠে আসছে মহাকাল প্রলয়ের শঙ্খনিনাদে।

কী দ্রুততায় বদলে যাচ্ছি আমি
চোখে নেই অনন্ত নীলাকাশ, আলো।
মনে নেই আর্দ্র, সংপৃক্ত, অঙ্কুরোদ্গম্য ভূমি,
মুঠিতে বিমুগ্ধ আত্মজ্ঞ মরকত।
(রাজডাঙা, কলকাতা–১০৭)

অতীত কথা কয়

শংকর কুমার দাস

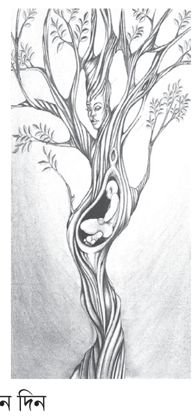

হয়ত কোন প্রলয় দোলায়
চাপা পড়া মাটির তলায়
না জানা কত ব্যাথা
না বলা কত কথা
অকালে যায় হারিয়ে
বিস্মৃতির গভীর আঁধারে
তারপর –
কেটে যায় কাল
কজনা রাখে হিসাব তার
আবার খুঁজতে খুঁজতে কোন দিন
মৌন মুখর হয়
কথা কয় অব্যক্ত অতীত
ফেলে যেন শ্বাস
উন্মোচিত করি ইতিহাস
পূর্ণ করে শূন্য পাতা
(পাথরপ্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

তর্জনী

অবশেষ দাস

আমি যদি ঈশ্বর হতাম
পৃথিবীতে নির্বোধ
পাঠাতাম না।
আর এ পৃথিবী যদি তাদেরই হবে
তাহলে নির্বাসনে পাঠাতাম
শুভবুদ্ধিকে।
কাঙালিনী পৃথিবী
এত কিছু আছে তোর
ক গাছা মানুষ নেই
কথার প্রদীপ নয়, একটা

প্রদীপ চাই
জীবনের তুলসীতলায়
(ফতেপুর, দঃ২৪ পরগণা)

রোদ পোড়া মুখ

প্রশান্ত মাইতি

আগুন রোদে পোড়া শুকিয়েই মুখ ছাই

নীল নীলিমায় মিশে যাওয়া হাসি
ছুঁয়ে যায় প্রাণে পরম উষ্ণতায়
গ্রীষ্মের রজনী সুবাসে মেশানো
ভালোবাসার উপহারে জাগে প্রেম !

নারীর রূপ নিশিরাতের পূর্ণিমা
আলো হয়ে আলোকিত মনের অন্ধকারে

রোদে পোড়া শুকনো মুখ দর্শনে
হৃদয়ে নামে বৃষ্টি দুঃখের ধারা
সেজে ওঠা ভালোবাসা আনন্দের উতসব
লোডশেডিং–এর ফাগুয়ার রং

ভালোবাসার প্রতিধ্বনি ছাই রোদে পোড়া মুখে
ভেসে ওঠা ক্লান্তির অকর্মের চিত্রপটে
(রথতলা, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

লাশ

মানস চক্রবর্তী

আমার ভিতর আমার আমি–টা
আর করে না বাস
তোমরা যাকে দেখ সেটা
আমার জ্যান্ত লাশ
অনেক স্বপ্ন দেখতে গিয়ে
নষ্ট চোখের তারা
বৃথাই ডাকছো আমার আমি–কে
সে আর দেবে না সাড়া
(বাওয়ালী, বজবজ–২, কল–১৩৭)

জীবন

শমিত কুমার দাস

ট্রেন এলে কেঁপে ওঠে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম

ট্রেন চলে গেলে
পড়ে থাকে ধানকাটা মাঠ,
লাল সিগন্যাল

মাঠের গভীরে থাকে আগামী ফসল
বীজ হয়ে তপ্ত হয় রোদে

সিগন্যাল সবুজ হয়
ট্রেন আসে দূর মাঠ ভেঙে।
(গড়িয়া, কলকাতা–৮৪)

অভ্যুদয়

আরতি দে

এখানে কিছু লাশ পড়ে আছে,
কিছু অর্ধমৃত
এদের মাঝখানেই আমার সহবাস
আমি কি বেঁচে আছি না মৃত !
তুমি তো রয়েছ ঘুমিয়ে
নয়তো অভিনয়
এভাবেই কী পারবে বাঁচতে
যদি জাগ্রত হয়ে না ধরো
চেতনার ধারালো অস্ত্র।
জাগো ওঠো, ধরো আমার হাত
অনুভব করো আমার স্পন্দন
যদি বেঁচে থাকি !
তাহলে চলো অর্ধমৃতদের কাছে
ওদের বাঁচিয়ে রাখার দায়বদ্ধতা
বলতে পারো কার ?
(শহীদনগর, কোলকাতা–৭৮)

আমাদের জীবন

আব্দুল হান্নান

আমাদের জীবন ক্ষুদ্র কুলের মত
যেন বহত নদীর ধারা
দুর্বার চলে, মানে না কোন বারণ
আপন গতিতে তাড়া
ভাঙাগড়ার খেলায় চলে শুধুই ছুটে
স্বপ্নের দীপ জ্বেলে অবিরত
ভয় নেই ভরসা নেই তবু যেন
আপনাকে সাজায় কত।
জানে না থেমে যাবে কোথায়
এ চলার গতি যোশ কায়া
ক্ষণিকের জন্য এত কিছু চাওয়া
ক্ষণিক পরে ফুরাবে সব মায়া।
(কুলপী, দঃ২৪ পরগণা)

মন আছে ইচ্ছে নেই

ভীম ঘোষ

চোখে টপে পড়া, রক্ত বর্ণ জল
ভিজে যায় মাটি ঘাস লতাপাতা
সবুজ ঘাসও রক্ত বর্ণ।
দুর্বা–র ডগায় ডগায় জমে আছে
নিশ্চুপ পৃথিবী গভীর রাতে যন্ত্রণা।
দুর্বা আমাকে জানান দেয়, তুমি এসেছিলে
একান্ত সঙ্গোপনে
ঘরে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে,
ঢোকার মন আছে কিন্তু ইচ্ছে নেই
এ নীরবতা দেখে কষ্ট পাই।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

হয়নি শোনা রূপকথা

বসন্ত পরামাণিক

কালকে রাতে হঠাত করেই স্বপ্নডানায় ভেসে
এলাম ঘুরে সেই সুদূরে রূপকথাদের দেশে
দেখি সেথায় আকাশ জুড়ে হাজার ছবি আঁকা
বাতাস সেথায় মিষ্টি ফুলের সুবাসেতে মাখা।
রূপ পরীরা খেলছিল সেই নীল সীমানার শেষে,
সোনার মত ঝলমলে এক নদীর কাছে এসে।
সোনার রেণু স্রেতোর ধারায় উজান বয়ে যায়,
ফুলের বনে পাখীরা সব রূপকথা–গান গায়।
চাঁদের বুড়ি চরকা ফেলে সব শিশুদের ডাকে,
দত্যি, দানব, ভূতের গল্প তার ঝুলিতে থাকে।
এমন সময় মায়ের ডাকে খুলি চোখের পাতা
ঘুম ভাঙলো বলেই, শোনা হল না রূপকথা
(বাওয়ালী, নোদাখালী, কল–১৩৭)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ময়দানের পরিচিত ফুটবল ক্লাবগুলি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে

মলয় সুর

কলকাতা ময়দানে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্লাবের বর্ষীয়ান কর্তাদের কান্না। ক্লাব আর চালাতে পারছি না। এবার হয়ত ক্লাব ছেড়ে দিতে হবে। এই ক্লাব ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যা নেহাত কম নয়। যার মধ্যে রয়েছে অনুশীলনী, চাঁদনি এফসি, তালতলা দীপ্তি সংঘের মতো ক্লাবও। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ক্লাবের হাতবদল হয়েছে। যেমন জানবাজার ক্লাব, মিলনবীথি, সুভাষদীপ, ব্যাতোর স্পোর্টস ক্লাব। কলকাতা লিগে পঞ্চম থেকে প্রিমিয়ার ডিভিশন মিলিয়ে প্রায় দেড়শোর বেশি ক্লাব গড়ের মাঠে খেলে। বেশিরভাগ ক্লাবগুলোর মালিকানাধীন পারিবারিক। একসময় এই সমস্ত ক্লাবগুলির কর্তারা দাপিয়ে ক্লাব চালিয়েছেন। তাঁদের বেশিরভাগই আজ প্রয়াত বা বর্ষীয়ান। আর্থিক যোগান দেওয়া বা দৌড়াদৌড়ির ক্ষমতা তাঁদের একেবারেই নেই। বর্তমানে নতুন প্রজন্মের ক্লাব চালানোর আগ্রহ নেই বা পুঁজি নেই। ফলে সেই বয়স্ক কর্তারা ক্লাব ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এন্টালির অতি পরিচিত ফুটবল কর্তা দেবু মুখোপাধ্যায়ের ক্লাব তালতলা দীপ্তি। এখন তিনি খুবই অসুস্থ। তাঁর মেয়ে সুদেষ্ণা টিম চালাতে এগিয়ে এলেও ময়দানের রাজনীতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁরা তালতলা দীপ্তির দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন লেকটাউনে তৃণমূল বিধায়ক সুজিত বসুর হাতে।

একসময় তালতলা দীপ্তি থেকে অনেক বাঙালি ফুটবলার উঠে এসে বড় দলে যোগ্যতার সঙ্গে খেলে তারকা হয়েছেন। এরকমই একজন বাঘাযতীনের কাছে থাকেন রবি কর্মকার। তিনি ওয়াইএমএসের মালিক। সেই রবি কর্মকার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর টিম চালাতে পারছিলেন না। এবার তাই তার ক্লাবকে সোনারপুরের শংকর বসুর হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রয়াত সিপিএম নেতা তথা স্পিকার হাসিম আবদুল হালিমের ক্লাব ছিল চাঁদনি এফসি। হালিম সাহেব মারা যাওয়ার পর যখন তা হাতবদল হয়ে অন্য একজন মালিক হয়েছেন। হাওড়ার মিলনবীথি ক্লাব। ক্লাবের একনিষ্ঠ কর্মকর্মা শান্তিব্রত চৌধুরী মারা যাওয়ার পর তাঁর আত্মীয়রা ক্লাব চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেন নি। ফলে হাওড়ার মিলনবীথির ঠিকানা এখন বরানগরের সুভাষদীপের মালিক মণি দে। সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। এখন তাঁর পরিবারের লোকেরা কোনও দিন ময়দান মুখো না হওয়ার দরুণ, সেই ক্লাবও হাতছাড়া হওয়ার মুখে। হাওড়ার ব্যাতোরের জনপ্রিয় কর্মকর্তা তনু গঙ্গোপাধ্যায় নিজের সম্পত্তি বেচে, অফিসের প্রভিডেন্ট ফান্ড তুলে একাই এতদিন ক্লাব চালিয়েছেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর আত্মীয়রা কোনও ভাবে ক্লাব চালাচ্ছেন। তাঁরাও সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছেন। ধর্মতলায় জানবাজার ক্লাব টাকার যোগান না থাকায় ক্লাব তুলে দেওয়া হয়েছে রাজারহাটে এক ফুটবল কোচিং সেন্টারের হাতে। ময়দানের ক্লাব এখন রাজারহাটে গিয়ে প্র্যাকটিশ করছে। ফলে এইসব ক্লাবের অবস্থা খুবই শোচনীয়। সব মিলিয়ে ময়দানের ফুটবলে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া বইছে।

ক্যারাটেতে চমক দিল সিউড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার টালিগঞ্জের নেতাজীনগরে জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সিউড়ির ১৭ জনের মধ্যে পদক নিয়ে ফিরল ১৫ জন। উপস্থিত ছিলেন ক্যারাটে জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব শিবাজী গাঙ্গুলী। সফল প্রতিযোগীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হল গত ৯ এপ্রিল সকালে সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন), সিউড়ী ক্যারাটে ও ফিটনেস অ্যাকাডেমির সজল ও নবমিতা চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন অভিভাবকরাও।

নবমিতা চ্যাটার্জী বলেন, প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটা এবং বুধ ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত ৩ বছর বয়সের পর থেকে এই মাঠে ক্যারাটে শেখানো হয়। বর্তমানে ১৫০ জন ছাত্র ছাত্রী ক্যারাটে শেখে। তিন বছর ধরে প্রতিযোগীরা জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। আমরা বছরে দুবার ক্যাম্প করি। ১৫ প্রতিযোগীর মধ্যে পদকজয়ী খুদে ৩ প্রতিযোগী স্বরলিপি চ্যাটার্জী, স্নিগ্ধা ঘোষাল, সুপ্রীতি ভান্ডারী সহ ১৫ জন বীরভূম গর্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

দুঃস্থদের সাহায্যে কর্পোরেট ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুন্দরবনে বাঘে আক্রান্তদের সাহাযার্থে ১৪ থেকে ৩১ এপ্রিল পর্যন্ত নিউটাউনের এন কে ডি এ স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে কর্পোরেট দুনিয়ার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ। আই পি এলের ধাঁচে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ তাদের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। ২০টি দলের মধ্যে হবে প্রতিযোগিতা এদের মধ্যে রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, উল্ফ প্যাক, পাওয়ার রেঞ্জার্স, বেইড ব্লাস্টার্স, এম এন কে জুয়েলার্স, গ্রিন উড এলিমেন্টস সানরাইজ পয়েন্ট, ইউনাইটেড ই সার্ভিসেস, উত্তম মুদ্রা, ম্যাভেরিক্স, এক্সট্রিম, আউট ডোর অ্যাসোসিয়েশন, ওয়ারিয়র অফ ইষ্ট, এইচ ডি এফ সি, ইউনাইটেড এক্সপ্লোরেশন, টাইটান, ইয়াং ক্লাব, সিটিএস ও টলিউড ইলেভেন। এই খেলার যাবতীয় উপার্জিত অর্থ সুন্দরবনের বাঘ আক্রান্তদের সাহায্যে অতিবাহিত করা হবে বলে জানান কর্মকর্তারা। এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে 'বন্ধু' একটি সমাজসেবী সংস্থা। যারা বিভিন্ন সময় দুস্থদের সাহায্যে নিজেদের নিয়োজিত করেন। ৭ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে 'বন্ধু'র একনিষ্ঠ সদস্য প্রিতম সরকার বন্ধুর সঙ্গে কর্পোরেট দুনিয়ার মেলবন্ধন ঘটায় তাদের আগের সামাজিক কাজের কথা বলে। এদিন বিশিষ্ট খেলোয়াড় সম্বরন ব্যানোর্জি বলেন, এই কর্পোরেট দুনিয়ার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে সুন্দর ক্রিকেট বাংলায় এখনও আছে। এছাড়াও তিনি বলেন, পিচের দিকে বিশেষ করে নজর দেওয়া দরকার। ভবিষ্যতের জন্য শুভ কামনা জানান তিনি। **ছবি : উৎপল কুমার রায়**

বড় ব্যবধানে জয় ফস্কে গেল

ডার্বিতে হেলায় ইস্টবেঙ্গল বধ বাগানের

অরিঞ্জয় মিত্র

বড় ম্যাচে রীতিমতো দাপটের সঙ্গে খেলে ইস্টবেঙ্গলকে উড়িয়ে দিল মোহনবাগান। এতটা আধিপত্য নিয়ে মোহন ব্রিগেড শিলিগুড়ি ডার্বি জিতল যে বোঝাই যাচ্ছিল না বিপক্ষে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধে ২-০ এগিয়ে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল যেন এদিন ৪-৫ গোলে জিতবে বাগান। কিন্তু সনি নর্ডি ও আজহারউদ্দিন মল্লিকের গোলের পর দ্বিতীয়ার্ধে আর গোল পেল না সবুজ মেরুন। অধরা থেকে গেলে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে বিরাট জয়। মোহন কোচ সঞ্জয় সেন অবশ্য বলছেন, বড় ব্যবধান নয়, দলের জয়েই তিনি খুশি। আগামী ৩-৪ টে ম্যাচ জিতে আই লিগকে পাখির চোখ করেছেন সঞ্জয়।

বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ মনে করছেন মোহনবাগান যেভাবে ম্যাচের মধ্যে রয়েছে তা যথেষ্ট ইতিবাচক সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের পক্ষে। ৪ সপ্তাহ ম্যাচের মধ্যে না থাকা আবার ততোধিক সমস্যা ইস্টবেঙ্গলের জন্য। জোড়া বিদেশি ওয়েডসন বা প্লাজা কেমন ফর্মে আছেন হালফিলে তার তো কোনও পরীক্ষাই হয় নি। পাশাপাশি বাগানের হয়ে আগুনে ফর্মে ছিলেন হাইতিয়ান তারকা সনি নর্ডি। নিজে গোল করছেন, আবার পুরো টিমকে খেলাচ্ছেন। ড্যারেল ডাফিও নিয়ম করে গোল পাচ্ছেন। আবাহনী ক্রীড়াচক্রের বিরুদ্ধে গোল পেয়ে চনমনে মোহন শিবিরের আরও দুই জোড়া ফলা জেজে ও বলবন্ত। এর সঙ্গে অধিনায়ক কাতসুমির মাঠ জুড়ে খেলা ও ছটফটানি তো আছেই। সেই তুলনায় মর্গ্যানের ইস্টবেঙ্গল কেমন যেন ম্রিয়মান ডার্বির আগে । তবে কে না জানে এই ধরণের উত্তেজনায় ভরপুর ম্যাচে শেষ পর্যন্ত কামাল করে দেয় তুলনামূলক পিছিয়ে থাকা দল। কারণ লিগ জয়ের তাগিদে সবুজ-মেরুন আর লাল-হলুদ নিজেদের মেলে ধরবে পুরোটাই। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এই লাল-হলুদ নিজেদের সেভাবে মেলে ধরতে পারল না। ফলে বাগান অনেকটাই এগিয়ে থাকল আই লিগের প্রেক্ষিতে।

গত বছরও মোহনবাগান যেভাবে খেলছিল তাতে মনে হচ্ছিল উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার মোহন ব্রিগেডের জাতীয় লিগ জয় পাকা। লিগের বেশ কয়েক ল্যাপ পর্যন্ত অনেকটাই এগিয়ে ছিল মোহনবাগান। এর পরেই হঠাৎ করে ছন্দপতন হয়। আর চোখের সামনে দিয়ে আই লিগে নিয়ে চলে যায় সুনীল ছেত্রীদের বেঙ্গালুরু। যদিও ধারাবাহিকতার বিচারে মোহনবাগান গত দুবছর যথেষ্ট ভালো করেছে। আই লিগ একবার জয় ও পরের বার রানার্স হওয়া ছাড়াও ঘরে এসছে ফেডারেশন কাপ। ফলে মোহনবাগানের পারফরমেন্সের গ্রাফ বেশ ওপরের দিকেই থেকেছে। তবে বেঙ্গালুরু এফসি যেভাবে মাত্র ৩ বছরের মধ্যে ২ বার আই লিগ জিতেছে। তা যথেষ্ট সম্ভ্রম জাগাচ্ছে তাদের প্রতি। এই তিন বছরের কেরিয়ারে বেঙ্গালুরু একবারই মাত্র লিগ রানার্স হয়। এবারের আই লিগে এমন দুটি দল নতুনভাবে শুরু করছে যাদের আগামী দিনের কালো ঘোড়া মনে করা হচ্ছিল। এদের মধ্যে পাঞ্জাবের মিনার্ভা ক্লাব যেভাবে কলিন টোলের মতো প্রশিক্ষক নিয়ে আসরে নামছে তা তথাকথিত বড় দলগুলিকে চাপে ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অতীতে জেসিটি মিলস ফাগোয়ারা, পাঞ্জাব পুলিশরা ওই রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছে। আশা করা হচ্ছিল কলিন টোলের প্রশিক্ষণাধীন এই নয়া পাঞ্জাবী ব্রিগেড ঘুম কাড়বে অনেক বড় দলেরই। তাই ডেম্পো, সালগাওকরদের আই লিগে অতীত হয়ে যাওয়াকে আর পাত্তাই দিচ্ছেন না ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। বরং তাদের বক্তব্য হতে পারে এই নয়া দলের হাত ধরে অনেকটাই চাঙ্গা হয়ে উঠল এবারের আই লিগ। মোহন কোচ সঞ্জয় সেনও এই ফ্যাক্টর মাথায় রেখেছেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, অতীতে তাঁর কোচিংয়ে মোহনবাগান যে অসামান্য প্রদর্শনী মেলে ধরেছে তা এখন সম্পূর্ণ অতীত। সামনে এখন নতুন মাইলস্টোন গড়ার পালা। এবারের মরশুমে মোহনবাগান যে দল পেয়েছে তার অধিকাংশ ফুটবলার মোহন কোচের সুপারিশেই নেওয়া হয়েছে। যদিও আই লিগ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে পাঞ্জাবের মিনার্ভা একেবারে লাস্ট বয় হয়ে উঠেছে। এটা নিঃসন্দেহে দেশের ফুটবল বিশেষজ্ঞদের হতাশ করছে। চেন্নাইয়ের দলটি বরং তুলনামূলক অনেকটাই ভালো।

গত দু বছরের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বাগান কোচ সঞ্জয় গত দুবছরের অনেক সুপারস্টারকে ধরে রেখেছেন। বিশেষ করে জেজে ও সনি নর্ডির মতো সফল দেশি-বিদেশি তারকার জোড়া ফলা এবারেও মোহনবাগানের তুরুপের তাস হতে চলেছে। এদের সঙ্গে যোগ হয়েছে ড্যারেল ডাফির মতো বিদেশি তারকা। যিনি গত মরশুমে সেভাবে খাপ খুলতে না পারলেও তার ওপর অগাধ আস্থা বাগান শিবিরে। ঘরের ছেলে হয়ে যাওয়া জাপানি বোম্বার কাটসুমি যথারীতি এবারেও টিম সঞ্জয়র অন্যতম প্রধান ভরসা। ফলে যথেষ্ট শক্তিশালী বাহিনী নিয়েই এবারের হিরো আই লিগে মাঠে নেমেছে মোহনবাগান। ডাফি-নর্ডির পাশাপাশি বাগানের ঘরের ছেলে বনে যাওয়া জাপানি মিশাইল কাতসুমি মাঠ জুড়ে খেলে সহজেই নজর কেড়েছেন। দলের হয়ে একমাত্র গোল করে বলবন্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন গত এক বছর মাঠের বাইরে চলে যাওয়ার পরেও তার গোল খিদে একেবারেই মরে যায় নি। গোল না পেলেও কাতসুমি ছিলেন চার্চিল ম্যাচে বাগানের সেরা প্লেয়ার। অবশ্য শেষ কামড় বসাতে প্রস্তুত মর্গ্যান সাহেবের ইস্টবেঙ্গলও।সাময়িকভাবে কতগুলি ম্যাচ ড্র করে ও হেরে লাল-হলুদের জয়ের ধারা পিছলে গেলেও এখনও তাদের লিগ জয়ের আশা কোনও অংশে কম নয়। আগামী এপ্রিলের প্রথমেই তাই শিলিগুড়িতে মোহন-ইস্টের ডার্বির দিকে চোখ থাকবে সারা দেশের ফুটবল প্রেমীদের। পাশাপাশি আইজলের সঙ্গে পাহাড়ে গিয়ে বাগান কি পারফরমেন্স মেলে ধরে সেদিকেও চোখ থাকবে ফুটবল অনুরাগীদের।সেদিক থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের দলগুলি এবার নিজেদের যারপরনাই তুলে ধরছে। বিশেষ করে আইজল তো অন্যতম দাবিদার হয়ে উঠেছে আই লিগের।

ছোটদের ফুটবল ভদ্রেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১ ও ২ এপ্রিল দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ স্বর্গীয়া প্রণতি সাহা স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ ও পুষ্পরাণী নিয়োগী রানার্স ফাইভ সাইট ছোটদের ফুটবল প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণ করে পান্ডুয়া মিলন সংঘ, সোদপুর ঘোলা অ্যাসোসিয়েশন, শ্রীরামপুর সাব ডিভিশন কোচিং সেন্টার, হরিপাল কিংকর বাটি অ্যাথলেটিক ক্লাব। ভদ্রেশ্বর ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন ও পার্বতী কোচিং সেন্টার। নৈশালোকে প্রচুর দর্শকের উপস্থিতিতে ফাইনালে পান্ডুয়া মিলন সংঘ ৮-০ গোলের ব্যবধানে হরিপাল কিংকরবাটি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। সংগঠনের সভাপতি রাজসিংহ সিনহা জানালেন বাঙালিদের রক্তে ফুটবল মিশে আছে। তৃণমূলস্তর থেকে ফুটবলার উঠে আসার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে ময়দানে বিদেশি ফুটবলারের রমরমা। ফুটবলার তৈরিতে ক্লাবগুলিকে বড় ভূমিকা নিতে হবে। ম্যান অব দি ম্যাচ নির্বাচিত হন পান্ডুয়া মিলন সংঘের ভাস্কর দাস। সেরা গোলকিপারের খেতাব পান ওই ক্লাবেরই রাজেশ টুডু।

ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট হন বাপন হেমব্রম। ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার নিমাই দে, গৌতম শর্মা, জাতীয় শিক্ষক নন্দদুলাল বিশ্বাস, স্থানীয় কাউন্সিলার বন্দনা গঙ্গোপাধ্যায়, হুগলি লোকসভার সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ, ভদ্রেশ্বর পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন মলয় ভট্টাচার্য।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

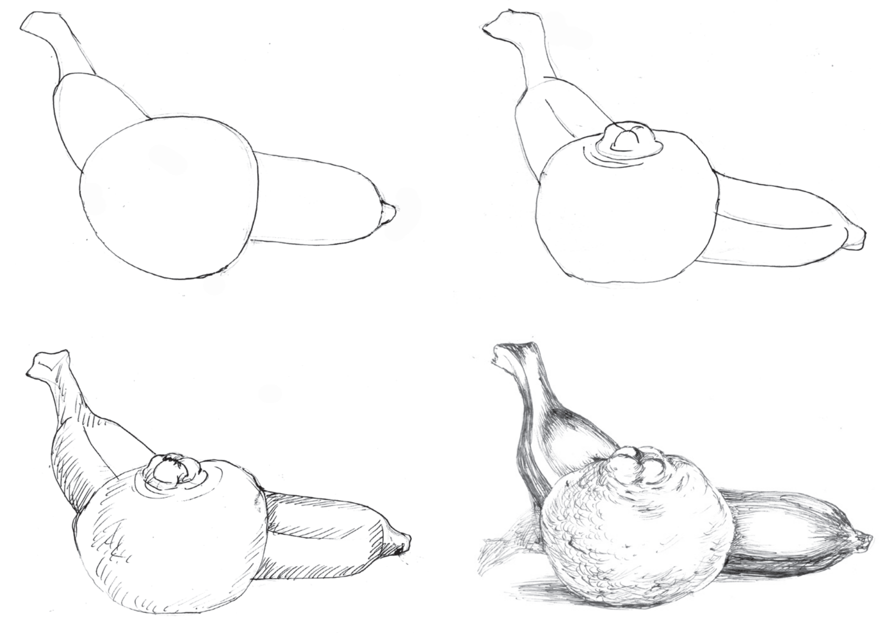

তুই

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুই আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরতিস
বাড়ির চৌহদ্দি ডিঙোতিস না,
তুই অন্যগুলোর মুখ থেকে ওদের
'মুখের অন্ন'
কেড়ে খেতিস -ওরা তোকে কিছু
বলত না।
তোকে পায়ের চেটোতে তুলে ডিগবাজি খাওয়াতাম,
তুই আবার ফিরে আসতিস।
তুই তোর 'পালিত পিতা'র পেটের উপরে
মাথা রেখে ঘুমোতিস-ও তোর যত্ন নিত
আমরাও নিতাম।
তোর অসুখ করেছিলো ঠিকই,
কিন্তু তাই বলে তোর মাথায় অনেক উপর থেকে
'আচানাক' বালতি ভর্তি জলঢেলে দিয়ে
তোর মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে
তোর অসুখ সারিয়েতোকে
অমৃতলোকে পাঠিয়ে দিলাম?
তুই কি আমাদের ক্ষমা করেছিস???

রূপম কয়াল, তৃতীয় শ্রেণি, নবচেতনা

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com